ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 September, 2023 ■ আগরতলা ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত

শারীর শিক্ষক সহ বিভিন্ন দপ্তরে লোক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। পর্যটনমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১২৫টি ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও স্কুল লাইবেরিয়ান পদে আরও ১২৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদগুলি মূলত বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন স্কুলগুলিতে নিয়োগ করা হবে। পর্যটনমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী জানান, রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে ৮টি স্পোর্টস অফিসারের শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়েছে। গ্রপ-বি গ্যাজেটেড স্পোর্টস অফিসার পদে তিনটি পর্যায়ের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে টিপিএসসি নিয়োগ করবে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরে ৫০টি গ্রপ-সি সুপারভাইজারের শূন্যপদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। দপ্তর এই পদে ফি'ড-পে ভিত্তিক লোক নিয়োগ করবে। এজন্য অর্থ দপ্তরের প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে বলে তিনি জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে ১৪টি টিচিং পদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরমধ্যে রয়েছে প্রফেসর পদে ৪ জন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে ৪ জন এবং অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর পদে ৬ জন। তিনি জানান, আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর পদে ৭৫ জন লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে ই-ক্যাবিনেট শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পেপারলেস প্রশাসনের উপর জোর দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও পেপারলেস প্রশাসনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ই-ক্যাবিনেট শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও জানান, জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্ব-নির্ভরতা সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং রাজ্য বাজেটেও জনজাতিদের সার্বিক কল্যাণে 'মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশন' চালু করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুসারে এই প্রকল্পের জন্য প্রথম বছরে ৩০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। তিনি জানান, রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এই প্রকল্পের জন্য রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু করবে। এর মাধ্যমে জনজাতি এলাকায় রাস্তাঘাট, পানীয়জলের ব্যবস্থাসহ যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। জনজাতি কল্যাণে 'মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশন' চালু রাজ্য সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে পর্যটন মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন।

ডালের অভাবে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে আড়াই মাস ধরে খিঁচুরি দেওয়া বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ সেপ্টেম্বর।। মা ও শিশু সংহতি প্রসূতি উন্নয়নের জন্য পুষ্টি সম্পূরক খাবারের ব্যবস্থা এবং তাদের সুস্বাস্থ্য গঠনের লক্ষ্যে আইসিডিএস ব্যাপক ভূমিকা অর্জন করেছে। অঙ্গনও ড়ারী সেন্টারগুলিতে তিন থেকে ছয় বছরে শিশুদের পুষ্টি প্রকল্প এবং সুস্বাস্থ্য গঠন বিকাশের লক্ষ্যে মা ও শিশু সংগতি উন্নয়ন নিবিড় নিরলসভাবে কাজ করছে সারা রাজ্যে, তার সাথে বক্সনগর আই সি ডি এস বসে নেই। বক্সনগর আইসিডিএস প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬৪ খানা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার রয়েছে। আজ থেকে দুই আড়াই মাস ধরে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিতে পুষ্টি সম্পূরক খাবার দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করছে। মূলত সংবাদকর্মী হিসেবে আমরা সেন্টারগুলিতে পরিদর্শন করার পর জানা গেল সিংহ ভাগ সেন্টারগুলিতে ডালের অভাবে খিচুড়ি দেওয়া বন্ধ। বক্সনগর আর ডি ব্লক অধীনে ১০০টির উপরে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে পুষ্টি প্রকল্প বন্ধ আছে। যার কারনে গর্ভবতী প্রসূতি মায়েদের রেশন বাড়ি ঘরে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব।

ফলে মায়েদের পুষ্টি প্রকল্পে বিরাট ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। বক্সনগর ব্লকের অনেকগুলি সেন্টারে খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে না কিছু সেন্টারের নাম আমরা তুলে ধরছি যেমন মানিকনগর পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, মধ্য বক্স নগর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ওগুড়িয়া টিলা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, কমলনগর পশ্চিমপাড়া, পটিয়া ১ নাম্বার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, রহিমপুর ২ নাম্বার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার সেন্টার, রহিমপুর মধ্যপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, তাছাড়া আরো অধিকাংশ সেন্টারগুলি। বক্সনগর আইসিডিএস প্রকল্পের সিডিপিও প্রবাল কান্তি বর্মনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানতে পারলাম ১৭ হাজার ৯ শত ২০ কেজি ডালের ডিউ কাটা হয়েছে হয়েছে। বক্সনগর খাদ্য দপ্তরের গোডাউন থেকে ৪ হাজার ৮০০শত কেজি ডাল আমরা পেয়েছি। উক্ত ডাল গুলি ৪৮ টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে বন্টন করে দিয়েছি।

আরো ১৩১২০ কেজি ডাল বক্সনগর খাদ্য দপ্তর গোডাউন থেকে পাইনি। গত মার্চ মাস থেকে এরকম অবস্থা শুরু হয়েছে, খাদ্য দপ্তর সেই রকম ভাবে ডাল না দেবার ফলে, অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার গুলিতে বেহাল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। সোনামুড়া খাদ্য দপ্তরের এস ডি এম ডালের ডিউ গুলি পাস করে দিচ্ছে গোডাউন ইন্সপেক্টরের নিকট, খাদ্য দপ্তরের উপস্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে গোডাউন ইন্সপেক্টর সঠিক ভূমিকা নিয়ে কাজ না করার ফলেই শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

বক্সনগর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলির শিশু মা ও গর্ভবতী মহিলাদের ভিতর চরম ক্ষোভ প্রশমিত হচ্ছে। খাদ্য দপ্তর এবং আইসিডিএস প্রকল্পের চেয়ারম্যানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এখন দেখার বিষয় সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

খদ্দেরের হাতে মহিলা ব্যবসায়ীর শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ সেপ্টেম্বর।। শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার রাতে বিলোনীয়া বড় পাথরি উত্তর কাশারী এলাকায় ঝুমা নামে এক মহিলা উপর ,স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে- বছরখানেক আগে আশ্রয় নেয় উত্তর কাশারী বাপের বাড়িতে, স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক এবং ফাইনান্স থেকে লোন নিয়ে বাড়ির পাশেই খুলে বসে ছোট্ট মুদিখানা এবং সাথে কাপড়ের দোকান, মঙ্গলবার রাতে দোকানের হিসাব নিকেশে ব্যস্ত ছিল বাবা ও মেয়ে। রাত আনুমানিক প্রায় ১০ টা নাগাদ জিনিসপত্র কেনার বাহানায় দোকানে আসে জয়দেব দাস নামে এক খদ্দের ,খরচ নিয়ে প্রথমে বাকি চায় সে, নগদ অর্থ না দেওয়াতে আপত্তি করে দোকানদার ঝুমা ,এরপর শুরু হয় জয়দেবের নোংরামি, ঝুমার পরিহিত ড্রেস এবং ওড়না টেনে উত্তক্ত করতে থাকে জয়দেব, এরপর শ্লীলতাহানি এমনই অভিযোগ,প্রথমে বাধা পরক্ষণে চড় থাপর দিয়েও আটকানো যাচ্ছিল না জয়দেবকে, উপায়ান্তর না দেখে চিৎকার দিতে থাকে ঝুমা, চিৎকারে ছুটে আসে ঝুমার বাবা সহ- ভাই দুখিরাম, অবস্থা বেগতিক দেখে জয়দেব পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তবে গল্প এখানেই শেষ নয়, পরক্ষণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কলারশিপের টাকা না পেয়ে দপ্তরে ডেপুটেশন পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ নিয়ে আবারো তালবাহানার অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ দিন যাবত সময় মত স্কলারশীপের টাকা মিলছে না ছাত্র-ছাত্রীদের। অভিযোগ বিএ.ড উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও তিন মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও মিলছে না তাদের স্কলারশীপের টাকা।এই সমস্ত সমস্যাগুলি নিরসনের জন্য বুধবার গুর্খাবস্তিস্থিত তপশীলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে বি এড-উত্তীর্ণরা। চার সদস্যক প্রতিনিধি অধিকর্তা অসীম সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক শান্তনুর মৃত্যু বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনুর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র যুব ভবনে বুধবার শহীদান দিবস উদযাপন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বাম নেতৃত্ব মানিক দে, সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস, সিপিআইএম সদর জেলা কমিটির সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলি সহ অন্যান্যরা।সকলে শান্তনুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাম নেতৃত্ব মানিক দে বলেন, ২০১৭ সালে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে খুন হয়েছিল শান্তনু। শান্তনু খুনের পর দাবি উঠেছিল দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য। সে অনুযায়ী তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ টিম দিয়ে সিট গঠন করেছিল। পরবর্তী সময় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা বিষয়টি সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তদন্ত প্রক্রিয়া এগোয়নি। সমস্যা সেই তিমিরেই।

কোন একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এর পেছনে কাজ করছে বলে দাবি করেন তিনি। কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা এমন কিছু দাবি এবং স্লোগান তুলে, যার দ্বারা জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দুষ্কৃতীদের দ্বারা খুন হয়েছে শান্তনু। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টেশন চত্বরে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চঞ্চল্য ধর্মনগর রেলস্টেশনের এলাকায়। বুধবার সকালে ধর্মনগর রেল স্টেশনের পার্কিং জোনে একটি বটগাছ থেকে ঐ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সাত সকালে এ ধরনের ঘটনায় মুহূর্তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার সকালে বটগাছ সংলগ্ন স্থানে এক মহিলা চায়ের দোকান খুলতে এসে প্রথমে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার শিলং থেকে, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগর পুলিশের সাফল্য। উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে উত্তর জেলা থেকে চুরি যাওয়া বাইক শিলং থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। বিস্তারিত বলতে গিয়ে, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান গত সোমবার ধর্মনগরের রাজবাড়ীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী চন্দন দাসের টিআর-০৫-ই-৪৫৯৯ নম্বরের বাইকটি তার নিজ বাড়ির ভেতর থেকে চুরি হয়। চন্দন দাসের অভিযোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ মহিলা মোর্চার

'নারী শক্তি বন্দন' বিলের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। সংসদে নারী শক্তি বন্ধন বিল পেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বুধবার বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে রাজ্য মহিলা মোর্চার সদস্যরা মিষ্টি মুখ করে বাজি ফাটিয়ে এই দিনটি উদযাপন করেছেন। উল্লেখ্য নারী শক্তি বন্ধন বিলের মাধ্যমে সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজেপি মহিলা মোর্চার সাধারন সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই একের পর এক প্রকল্পের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের দিকে জোর দিয়েছেন। দেশের প্রত্যেক নারীকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন। এমনকি এবার সংসদেও নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এদিন। এদিন বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ের সামনে মহিলা মোর্চার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আনন্দে মেতে উঠেন। একযোগে রাজ্যের সব মহকুমাতেও এদিন প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব।

একাধিক ইস্যুতে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে শহরে বামেদের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। বুধবার আগরতলায় ভারতের জাতীয় মহিলা ফেডারেশন, সারা ভারত যুব ফেডারেশন, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন এবং সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে রাজ্যে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এদিনের বিক্ষোভ মিছিল থেকে অভিযোগ তোলা হয়, রাজ্যে ক্রমাগত নারী নির্যাতন, সারা রাজ্যে নেশার রমরমা ব্যবসায় যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে, রাজ্যের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, মানুষের হাতে কাজ নেই -এডিসি এলাকায় খাদ্য এবং কাজের সংকট -সরকারি নিয়োগ বন্ধ। তারা অভিযোগ তোলেন এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের এসব বিষয় নিয়ে কোনো হেলদোল নেই, সরকার শুধু উৎসব আর লোক দেখানো কাজ দেখাতে ব্যস্ত বলে অভিযোগ তোলা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে এনএফআইডব্লিউ রাজ্য সম্পাদিকা জয়া বিশ্বাস বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদে পেশ করে নিজের বাহবা কুড়োচ্ছেন এবং এই বিলের পিছনে লম্বা আন্দোলনের ইতিহাস কে মুছে দিতে চাইছেন। তিনি আরো বলেন,১৯৯৬ সালে দেবগৌরা সরকারের সময় সিপিআই সাংসদ প্রখ্যাত সিপিআই নেত্রী প্রয়াত গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে মহিলা সংরক্ষণ বিলের কমিটি গঠন করা হয় উ সাংসদ গীতা মুখার্জি কমিটি রিপোর্ট সংসদে পেশ করেন উ দীর্ঘ আন্দোলন সংগঠিত করে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন উ মহিলা বিল পাশ করার জন্য শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন ফাইল করে এন এফ আই ডব্লিউ উ শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের লাগাতার চাপের ফলে এই বিল সংসদে পেশ করতে বাধ্য হয় মোদী সরকার যদিও এই বিলের আঁকার কিরকম হবে তা এখনো স্পষ্ট নয় উ

তিনি আরো বলেন রাজ্যেও বিজেপি সরকার একটার পর একটা জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে উ রাজ্যের বেকারদের বঞ্চিত করা হচ্ছে নিয়োগ ক্ষেত্রে, অস্বাভাবিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, রাজ্যে রমরমা নেশার ব্যবসায় যুব সমাজ অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঢোলে পড়ছে, মানুষের হাতে কাজ নেই কিন্তু শাসক বিজেপি সরকারের এই নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই উ এসব জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধেই আজকের এই বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ উ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইটিইউসি এর মিলন বৈদ্য বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সব কিছুতেই নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন তাহলে তো ওনাকে মনিপুরের নৃশংস নারী নির্যাতনের ঘটনা, হরিনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনার জন্যও ওনার কৃতিত্ব নেওয়া উচিত উ এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এন এফ আই ডব্লিউ রাজ্য সভানেত্রী তুলসী দাস কপালি, এ আই টি ইউ সি নেতা ধনমনী সিং,বিভাস ভট্টাচার্যী, সুব্রত দেবনাথ, এ আই ওয়াই এফ রাজ্য সম্পাদক বিক্রমজিৎ সেনগুপ্ত, এ আই এস এফ রাজ্য সহ-সম্পাদক সায়ন পাল সহ কর্মী সমর্থকরা।

'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' চিকিৎসায় সহায়তার আশ্বাস রোগীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা তাঁর ব্যস্ততম সময়ের মধ্যেও জনগণের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে সমস্যা পিড়িত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অন্যান্য দিনের মতো আজও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনগণের নানাবিধ সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ শুনেন। এদের মধ্যে সিংহভাগই এসেছেন চিকিৎসার সহায়তার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে বিশালগড়ের অনিতা দাস তার নাতনির চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তার ১৭ বছর বয়সী নাতনি ছোটবেলা থেকেই থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। সম্পতি তার নাতনির বর্ধিত প্লীহা (স্প্লেনোমেগালি) রোগ ধরা পড়ে। অনিতা দাসের নাতনির বাবা মারা গেছেন এবং মা গৃহ পরিচারিকার কাজ করেন। এই অবস্থায় তিনি নাতনির চিকিৎসার খরচ মেটাতে হিমসিম খাচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী অনিতা দাসের নাতনির চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

অরুন্ধতীনগরের স'য় দাস তার ীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পেশায় মোবাইল দোকানের কর্মচারি স'য় দাসের ী দীর্ঘদিন ধরে অ্যাপেনডি' রোগে ভুগছেন। চিকিৎসক তার ীকে অপারেশন করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি তার ীর অপারেশন করাতে পারছেন না। এই অবস্থায় তিনি আর্থিক সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান।

মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জয় দাসের ীর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন।

সিপাহীজলা জেলার ব'নগরের ফিরোজ মিঞা তার চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। বিপিএল ভুক্ত পরিবারের ফিরোজ মিঞা দীর্ঘদিন যাবৎ কোয়াড্রিপারেসিস সহ সার্ভিকাল মেরুদণ্ডের আঘাতে ভুগছেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ সে তার সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছেন না। এই অবস্থায় তিনি আর্থিক সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী ফিরোজ মিঞার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ দেন।

আগরতলার বড়দোয়ালীর মনিকা দত্ত তার স্বামীর চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৪৮ ▫ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ▫ ৩আশ্বিন ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অন্ধকার কাটে না কেন ?

কিছুদিন আগেই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হইল জি ২০ সম্মেলন ২০২৩। সেখানে কী আলোচনায় মধ্যে দেশের সামাজিক কী সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী শিশুদের সার্বিক বিকাশ ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থান পাইল? এদিকে এক বছর আগেই প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের তথ্য অনুযায়ী বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আরও কিছুটা পিছাইয়া গেছে ভারতের স্থান। তবে কী হইতে চলিয়াছে দেশের ভবিষ্যৎ?এক সিন্দুক 'ভারত' পেলেন জি২০ অতিথিরা! সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি — ২০ সামিটে, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী শিশুদের সার্বিক বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে কি আলোচনা হইল ,আর এই সম্মেলন প্রসূত দিল্লি ডিক্লারেশনে, উক্ত বিষয়গুলি স্থান পাইল কিনা?

আমাদের দেশ ইন্ডিয়া কিংবা ভারতবর্ষ এমন একটা সময়ে এই এই সম্মেলনের সভাপতিত্বর দায়িত্ব পালন করছে, যার ঠিক এক বছর আগে প্রকাশিত হইয়াছে ২০২২ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক।এই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে আরও কিছুটা বাড়িয়াছে ক্ষুধার জ্বালা। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে আরও কিছুটা পিছাইয়া গিয়াছে ভারতের স্থান। ২০২২ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার সূচকে ১০৭ তম স্থান। ২০২১ সালে বিশ্ব খাদ্য সূচকে ভারতের স্থান ছিল ১০১। আর এখন ১২১ টি দেশের মধ্যে ভারত রহিয়াছে ১০৭ তম স্থানে। সাধারণত চারটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া এই হাংগার ইনডেক্স স্কোর তৈরি হয়। এর মধ্যে নির্ধারক মাপকাঠি হল অপুষ্টি, শিশু স্টান্টিং, শিশু অপচয় ও শিশু মৃত্যু। শিশু স্টান্টিং বলিতে বোঝায়, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের তাদের বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা।'

আর শিশু অপচয় হইল, পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের তাহাদের উচ্চতার তুলনায় কম ওজন। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন , ভারতকে জগত সভায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হইতে গেলে এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেতৃত্ব দেওয়া যে জরুরী একথা অস্বীকার না করিয়াও, দেখিয়া নিতে হইবে সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা স্বাস্থ্য , পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে বৈশ্বিক নেতাদের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তে এই ঐতিহাসিক দিল্লী ডিক্লারেশনে বিষয়গুলি কতটা প্রাধান্য পাইল। ভারতের মত অনেক দেশেই চাদের মাটিতে চন্দ্রযান নামিবার মত প্রত্যাশিত অগ্রগতি হইলেও, অন্যদিকে প্রদীপের নিচে নিকষ কালো অন্ধকার, সেই অন্ধকার দূর করিবার কোন সার্বিক রূপরেখা কি পাওয়া গেল জি -২০ সম্মেলনে?

'মাতৃশক্তি'-র উন্নতির জন্য ঐতিহাসিক কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : ধামি

সাগর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সংসদে এই বিল উত্থাপন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদী 'মাতৃশক্তি'-র উন্নতির জন্য ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন শুরু হয়। 'মাতৃশক্তি'-র ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য মহিলা সংরক্ষণ বিল আনা হয়। ধামি আরও বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি মহিলাদের উন্নতির জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনে লোকসভার প্রথম অধিবেশনে বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। এই বিলের নাম দেওয়া হয়েছে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনয়ম'।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ওঠানামার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৪ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯১ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বুধবার রাজধানী দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোল ছিল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৮৪ ডলারে বা ০.৮৯ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৯৩.৫০ ডলারে এ ট্রেন্ড করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৯০.৪৫ ডলারে লেনদেন করছে, ০.৭৫ বা ০.৮২ শতাংশ কমে।

বাংলা ভাষার জন্যে আত্মবলিদানকারী দুই ছাত্রকে শ্রদ্ধা শুভেন্দুর

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলা ভাষার জন্যে আত্মবলিদানকারী দুই ছাত্রকে বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধা জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রাজেশ তাপসের রক্ত.. হবে নাকো ব্যর্থ এই শিরোনামে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "বাংলা ভাষার জন্যে আত্মবলিদানকারী স্বর্গীয় দুই ভাষা সংগ্রামী; উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের দাড়িভিট হাইস্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র; রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

২০১৮ সালে বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে বচসায় পুলিশের গুলিতে ওনাদের মৃত্যু হয়। রাজেশ ও তাপসের হত্যার বিচার চাই।"

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইসলামপুর ব্লকের দাড়িভিট হাইস্কুলে বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলনে নামে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রছাত্রীদের সেই আন্দোলনকে প্রতিহত করতে গিয়ে ছাত্র-পুলিশের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ হয়। সেই সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে দাড়িভিট হাইস্কুলের দুই প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়ছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ছাত্র গুরুতর জখমও হয়েছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দলোন চালাতে থাকে মৃত ছাত্রদের পরিবার ও বিজেপি।

টলস্টয় এবং আজকের সময়

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

লিও টলস্টয়ের জন্মদিন ছিল ১০ সেপ্টেম্বর। ১৮২৮ সালে ওই দিনে জন্মগ্রহণ করা এই সাহিত্যিক আজকের সমাজেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। লিও টলস্টয় বললেই যে সাহিত্যের কথা মনে পড়ে তা হল 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'। বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপন্যাস লিখে জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন টলস্টয়। এছাড়াও আন্নকারেনিনা, রিজারেকশন সহ বহু উঁচু মানের উপন্যাস লিখে টলস্টয় অমর হয়ে আছেন পৃথিবীতে। তবে ছোটগল্পের অমোঘ দুনিয়ায় যে গল্পগুলির কথা আজও ভুলতে পারা যায় না তার মধ্যে অন্যতম একটি ছোটগল্প হল 'থ্রি কোয়েশ্চেন'। আজকের প্রেক্ষাপটে যে গল্পটি খুব দরকারি।

গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, কয়দিন ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন রাজা। তিনটি প্রশ্ন তাঁর মগজে কিলবিল করছে সারাক্ষণ। প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। দরবারে ডেকেছেন উজির নাজির পাত্রমিত্র সহ সব সভাসদকে। সবার কাছে রাখলেন প্রশ্ন তিনটি। ঘোষণা করলেন-যে ব্যক্তি প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে, রাজ্যের অর্ধেক অংশ দান করে দেবেন তাকে। একেকজন একেক রকম উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল রাজাকে। কোনো উত্তরই রাজার পছন্দ হন না। রাজাকে। অবশেষে একদিন ভোররাতে ছদ্মবেশে দ্বাররক্ষীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজপথে। শপথ প্রশ্ন তিনটির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না রাজ্যপ্রাসাদে। দিনভর হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রাজা। দুপুর-বিকাল গড়িয়ে নেমে এল সন্ধ্যা। দুশ্চিন্তায় তিনি। রাতে থাকার জন্য একটু আশ্রয় দরকার তাঁর। এমন সময় নজরে পড়ল এক থুথ্থুড়ে বুড়ো। রাস্তার ধারে একটি কুড়েঘরের সামনে বসে আছেন তিনি। বৃদ্ধের কাছে এক রাতের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন রাজা। সানন্দে সম্মতি দিয়ে বৃদ্ধ বললেন-আমার সংসার বলতে কিছু নেই, আচে শুধু ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। তুনি কি থাকতে পারবে দরিদ্র কুটিরে? রাজা বললেনড আপনি যদি দিনের পর দিন থাকতে পারেন তাহলে আমি কেন পারব না সেখানে একটি রাত থাকতে। রাতের খাবার হিসেবে বৃদ্ধের ঘরে আছে শুধু একটি শুকনো রুটি। অর্ধেক রুটি তুলে দিলেন অথিতির হাতে। তারপর আগন্তুকের আপাদমস্তক অবলোকন করে তিনি বললেন---বাবা, তোমাক দেখলে তো মনে হয় রাজপুরুষ। তোমার মতো মানুষ কেন আশ্রম নিলে আমার পর্ণ কুটিরে। কোথেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কীইবা তোমার লক্ষ্য? প্রত্যুত্তরে রাজা বললেন—তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমি ছুটে চলেছি অনিশ্চত গন্তব্যে। বৃদ্ধ বললেন, প্রশ্ন তিনটি কি শুনতে পারি আমি? রাজা বললেন, প্রথম প্রশ্নটি হল -'গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটি ?' বৃদ্ধ হেসে বললেন, প্রশ্নটি কি আরও কাউকে করেছ তুমি? রাজার উত্তর হ্যাঁ, অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছি আমি। তাঁরা কী বললেন তোমাকে? কেউ বলেছেন সকাল, কেউ বলেছেন বিকাল, কেউ মধ্যরাত , কেউবা ভোরবাত। গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন---কেউ ঠিক বলেনি তোমার প্রত্যাশিত উত্তর। সঠিক উত্তর হল---'বর্তমান সময়। যে ব্যক্তি বর্তমান সময়ের সদ্ব্যবহার করে তার ভবিষ্যৎ হয় সুন্দর'। উত্তর শুনে খুশি হলেন রাজা। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল---'গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?' বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে বললেন---'হাকের কাজটিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে কাজটি হাতে কিংবা হাতের কাছে আছে সেটা ফেলে রাখবে না, দ্রুত শেষ করে শুরু করো পরবর্তী কাজ।' এ উত্তরটিও পছন্দ হল রাজার। এরপর তৃতীয় প্রশ্নটি জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। রাজা বললেন তৃতীয় প্রশ্নটি হল---'পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে'? সঙ্গে সঙ্গে রাজার দিকে তর্জনি উঁচিয়ে বৃদ্ধ বললেন—'তুমি'। থতমত খেয়ে গেলেন রাজা এবং মনে মনে ভাবলেন, তাহলে কি আমাকে চিনে ফেলেছে বৃদ্ধ। জিনজেকে সামলে নিয়ে অতি বিনীতভাবে রাজা বললেন আপনি কি জানেন আমি কে? প্রত্যুত্তরে বললেন বৃদ্ধ -তুমি কে জানার দরকার নেই আমার। হাতে পার রাজ্য কিংবা প্রজা অথবা হতে পার হতদরিদ্র নিঃস্ব মানুষ কিংবা ধনী ব্যক্তি। যে স্তরের মানুষই তুমি হও না কেন, তোমাকে সম্মান, সেবা এবং খুশি করা আমার কর্তব্য। মনে রেখ, যে পর্যাযেরই মানুষ তোমার সঙ্গে থাকবে অথবা তোমার কাছে আসবে তাকে তুমি দিও তার প্রাপ্য মর্যাদা, মেটাতে চেষ্টা করো তার ন্যায্য চাহিদা, সর্বোপরি তাকে খুশি করার চেষ্টা করো তুনি। নয়তো পরিণাণে ক্ষতি হতে পারে তোমার। রাজা বৃদ্ধকে প্রণাম কের দ্রুত পায়ে ফিরে চললেন রাজপ্রাসাদের দিকে। বিদায় নেওয়ার সময় বৃদ্ধকে শুধু বললেন আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে। ফেরার পথে রাজা হাঁটছেন দ্রুত পায়ে আর ভাবছেন প্রশ্নেত্তরগুলোর কথা তিনটি উত্তরই দারুণ মনঃপুত হয়েছে তাঁর। বিশেষ করে তৃতীয় উত্তরটি তাঁকে নাড়া দিয়েছে দারুণভাবে। মনে পড়ল চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মচারীর কতা, যাঁকে তিনি অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করেছিলেন অপমান করে। রাজার শত্রুপক্ষ নিজেদের স্বার্থে দলে টেনেছিল ওই কর্মচারীকে। আরও একটি ঘটনা মনে পড়লতাঁর। মধ্যম শ্রেণির এক রাজকর্মচারী বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেছিল তাঁর কাছে। রাজা পূর্বাপর না ভেভে সভ্যসদদের উস্কানিতে বরখাস্ত করেছিলেন তাঁকে। এই দুটি ঘটনার জন্য পরবর্তী সময়ে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল রাজাকে। আজকের এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময় এই রকম একজন বৃদ্ধির প্রয়োজন খুব অনুভব করছে নাগরিক সমাজ। যে বৃদ্ধ, যে জ্ঞেনী, যে বিদ্বান রাষ্ট্রে প্রধানের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে কোনো ভয় না করেই। অবশ্যই সঙ্গে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও প্রয়োজন যেকানে রাষ্টের প্রধানকে প্রশ্ন করা যায়।

তবে টলস্টয় বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর রচিত তিনটি বিখ্যাত রচনা 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'আন্না কারেনিনা'ও 'রোজারেকশন'-এর জন্য। তবে এগুলোর মধ্যেও 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' তার সেরা সৃষ্টকর্ম। রাশিয়ান সাহিত্যে লিও টলস্টয় ছিলেন দস্তয়ভস্কি, পুসকিন, গোগল, চেকভ, গোর্কি প্রমুখের চেয়েও অনেক বেশি গ্রাহ্যকর। এমনকী তাঁকে বিশ্ব সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদের থেকে একটি বড় জায়গায় তিনি ছিলেন বেস আলাদা। বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনা ছিল তার অন্যতম লেকার মাধ্যম। তার সাহিত্যকর্মের কোথাও অবাস্তব কল্পনার মিশেল থাকত না। তার চারপাশে বসবাস করা মানুষের চিরায়ত কামনা, শান্তির অন্বেষাই টলস্টয়ের সাহিত্যকে আরও বেশি জনপ্রিয়তা ও অমরত্ব দান করেছে। দেখা যায় তার প্রতিটি সাহিত্য জীবন ও নীতিবোধ নিয়ে গনে উঠেছে। জীবন ও নীতিবোধ নিয়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ধারণা গড়ে ওঠার পরই লেখায় হাত দিয়েছেন। আজকের সমাজেও টলস্টয় তাঁর সমানাভাবে প্রাসঙ্গিক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনা ছিল তার অন্যতম লেখার মাধ্যম। তার সাহিত্যকর্মের কোথাও অবাস্তব কল্পনার মিশেল থাকত না। তার চারপাশে বসবাস করা মানুষের চিরায়ত কামনা, শান্তির অন্বেষাই টলস্টয়ের সাহিত্যকে আরও বেশি জনপ্রিয়তা ও অমরত্ব দান করেছে। দেখা যায় তার প্রতিটি সাহিত্য জীবন ও নীতিবোধ নিয়ে গড়ে উঠেছে।

ইতিহাস না জেনে উদয়নিধির সনাতন ধর্ম নিয়ে বক্তব্যকে যাচাই করা ভুল

শোভনলাল চক্রবর্তী

ইতিহাস জানা থাকলে আমরা বুঝতে পারতাম যে উদয়নিধির সনাতন ধর্ম নিয়ে বক্তব্য নতুন কিছু নয়। সেই ইতিহাসটা একবার ফিরে দেখা যাক। ভগবান বলে কিছু নেই, ভগবান যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি একটি বোকা, যিনি ভগবানের কথা বলে বেড়ান তিনি একজন হতচ্ছাড়া, ভগবানের পুজো যারা করে তারা অসভ্য। এই কথাগুলো যিনি বলেছিলেন তাঁর নাম এরোডে ভেঙ্ক টাপ্পা রামস্বামী পেরিয়ার। কি মাথার ওপর দিয়ে গেল নামটা? আসলে আমরা শুধু নিজেদের রাজ্যের কয়েকজন মনীষীকে জেনে ভাবি আমাদের সব জানা হয়ে গেছে। আমাদের যেমন রামমোহন, বিদ্যাসাগর দক্ষিণের তেমন পেরিয়ার। আধুনিক সময়ের সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার কথা বলতেন, প্রচার করতেন, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করচেন পেরিয়ার। একটা সময়ে উনি জাতীয় কংগ্রেসে ছিলেন, তারপর কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে 'সেলফ রেসপেক্ট মুভমেন্ট' শুরু করলে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে। বললেন নো গড, নো রিলিজিয়ন, নো গান্ধী, নো কংগ্রেস , নো ব্রাহ্মিণস। এরপর ১৯৩৯-এ জাস্টিস পার্টি শুরু করলেন, ওই একই বিচারধারা নিয়ে। ১৯৪৪-এ স্বাধীন বৃহৎ তামিলভূরি লড়াইকে জুড়ে নিয়ে তৈরি করলেন দ্রাবিড় কজঘম। এরপর ওই আন্দোলনের স্বাধীন তামিলভূমির দাবি বাদ দিয়ে বাকি যুক্তিবাদ, নাস্তিকতা, ব্রহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা, তামিল ভাষার সংরক্ষণ ইত্যাদি দাবি নিয়ে সি এন আন্নাদুরাই তৈরি করলেন দ্রাবিড় মুন্নেত্র কজঘম, যা ভেঙে আজ ডিএমকে এবং এআইডিএমকে। সেই অর্থে পেরিয়ারের দার্শনিক পটভূমি কতটা শক্ত সেটা বোঝা যায়, কারণ আজও তামিলাড়ুতে ডিণকে বা এ আই ডিএমকে ছাড়া অন্য কোন দল ক্ষমতায় আসতে পারেনি। অর্থাৎ এরা প্রত্যেকেই ওই পেরিয়ারের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত। করুণানিধি, তাঁর ছেলে স্তালিন বা তাঁর ছেলে উদয়নিধি স্তালিন নাস্তিক, ডিএমকে বা এ আইডিএমকে দল হিসেবেও নাস্তিক। তাঁরা ব্রহ্মণ্যবাদ, সনাতন হিন্দুপ্রথা, জাতিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই লড়ে এসেছেন চিরটাকাল। কাজেই সনাতন ধর্ম নিয়ে উদয়নিধি স্তালিন যা বলেছেন তা নতুন কিছু নয়। তিনি বলেছেন, সনাতন ধর্মের প্রথাকে নির্মূল করতে হবে। উনি বলেননি যে সনাথনীদের কচুকাটা করতে হবে না একথা বলেননি, বলেছেন সনাতন ধর্মের প্রতাগুলোকে মুছে দিতে হবে। এবং সেটা নিয়েই বিতর্ক।

সেই বিতর্কে আসব কিন্তু তার আগে পেরিয়ারের কথায় আসি। কাঞ্চপুরম নামটা বাঙালি যাঁরা বেড়তে যান বা বাঙালি মহিলাদের জানা আছে। কাঞ্চিপুরম শাড়ির কদর সারা দেশ জুড়ে। সারা বিশ্ব জানে কাঞ্চিপুরম সিল্কের কথা। সেই কাঞ্চিপুরমেই আছে শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত মঠ, মঠের উল্টোদিকেই আছে এক মসজিদ, সেটিও বেশ প্রাচীন। মঠের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ আর মসজিদের আজানা মাঝেমধ্যেই মিশে যায়, বা বলা ভালো হরবখতই মিশে যায়। ভক্তদের সারি দু'দিকেই। আর ঠিক মিধ্যখানে উল্টোদিকে রামস্বামী পেরিযারের আবক্ষ মূর্তি, যার উপরে লেখা, ভগবান বলে কিছুই নেই, ভগবান যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি একজন হতচ্ছাড়া, ভগবানের পুজো যারা করে তারা অসভ্য। হাজার হাজার ভক্ত আসছেন যাচ্ছেন, মন্দিরে বা মসজিদে, মধ্যে পেরিযার উপরে এই কথাগুলো লেকা, সেই কবে থেকে। সম্ভবত ১৯৭৯-এ কয়েকটা হিন্দু সংগঠন মিলে মাদ্রাজ হাইকোর্টে এক মামলা করে। তাদের দাবি ছিল ওই কথাগুলোকে মুছে দেওয়ার। আদালত জানিয়ে দেয়, ওগুলো থাকবে। তখন ফ্রিডম অফ স্পিচের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত, আজ আবার যদি মামলা হয়, তাহলে আদালত কী রায় দেবে তা আমার জানা নেই। তো এই পেরিয়ার ছিলেন তামিলনাড়ুর রেনেসাঁ পুরুষ। অসংখ্য লেখা, বক্তৃতা আছে,। যুক্তিবাদের পক্ষে লড়তে গিয়ে কুসংস্কারেরর বিরোধিতা করেছেন, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করেছেন, জাতিপ্রথার বিরোধিতা করেছেন, তামিলনাড়ুতে আজও অসংখ্য মন্দির, কিন্তু তার বেশিরভাগেই অব্রাহ্মণ পুরোহিত ও এসবই হয়েছে ওই পেরিয়ারের জন্য। উদয়নিধি স্তালিন যখন সনাতম ধর্মের বিরুদ্ধে এই কামাল দাগলেন তখন অন্যদের বূমিকা কী? কংগ্রেস এবং তৃণমূল খুব সাবধানী প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। কারও ধর্ম আবেগে আঘাত করা উচিত নয় গোছের সাবধানী প্রতিক্রিয়া। মণিপুরের হত্যা, জাতিদাঙ্গা, নারী ধর্মণ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের প্রাধানমন্ত্রীর মুখে কুলুপ দিয়ে বসে ছিলেন, বসে আছে। তিনি কিন্ত এ নিয়ে সরব, বলেছেন এর বিফিটিং আনসার, উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। ওদিকে চিদম্বরম-পুত্র কার্তি চিদম্বরম বা খাড়গে পুত্র প্রিয়াঙ্ক খাড়গে কিন্তু উদয়নিধিকে সমর্থনই করেছেন। তাহলে আসুন এবার বুঝে নেওয়া যাক এই সনাতন ধর্ম বিষয়টি কী?

সনাতন মানে এই ইটারনাল, সনাতন সত্য মানে ইটারনাল ট্রুথ, সনাতন ধর্ম হল ইটারনাল রিলিজিয়ন। আধুনিক মানুষের ইতিহাস কত পুরনো? তিন লক্ষ বছরের কিছু বেশি। তখন কি কোনও ধর্ম ছিল? ছিল বা ছিল না, কারণ থাকারও কোনও প্রমাণ নেই, আবার না থাকারও কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু এটা বলাই যায় যে বিরাট অঞ্চল, দেশজুড়ে কোনও সংগঠিত ধর্ম ছিল না কারণ মানুষ তখনও ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। হয়তো এ গোষ্ঠীর মানুষ শেয়ালের মাথাকে দরজায় ঝুলিয়েছে, সেই গোষ্ঠীর মানুষ পোঁচর মাথাকে ঝুলিয়েছে, এরকম কিছু টোটেম বা ট্যাবুর জন্ম হয়ে থাকতে পারে। এদিকে এই বেদ ইত্যাদির ইতিহাস কত পুরনো? গবেষণা বলছে ঋক বেদ কমবেশি ৮০০০ বছরের পুরনো। এবং মজার কথা বল এই ঋক বেদে সনাতম শব্দটাই নেই। তো শব্দটা এল কবে থেকে? গীতায় আমরা এই সনাতন শব্দটা বহুবার পেয়েছি। এই গীতা কত বছরের পুরনো? কমবেশি ৫১৫০ বছরের। সেখানে বহুবার আমরা সনাতন শব্দটাকে পেয়েছি। কী ভাবে? সেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে কিছু শ্বাশ্বত কথা বলছেন, কীরকম? বলছেন, অর্জুন, আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, তাকে দবন করা যায় না ইত্যাদি, বলার পরে বলেছেন এটাই সনাতন। অর্থাৎ এ এক আদিকাল থেকে চলে আসা সত্য। আচ্ছা খেয়াল করুন, উনি কিন্তু বলছেন না যে অনন্তকাল ধরেই এটা চলবে, উনি বারাবার বলছেন সনাতন, মানে এ পর্যন্ত চলে আসা সত্য। আমরা বুদ্ধের মুখে এই সনাতন ধর্মের কথা পাই, শ্বাশ্বত সত্যের কথা বৌদ্ধ ধর্ম বলে, তাই বৌদ্ধ ধর্ম সনাতম। বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাও সনাতন ধর্ম। একই ভাবে জৈন ধর্ম ও নিজেকে সনাতন ধর্ম বলে, তা কি হিন্দু ধর্ম? এক্কেবারেই নয়, কারণ জৈন ধর্ম তো পরমাত্মায় বিশ্বাসই করে না, কিন্তু তারাও নিজেদের সনাতন ধর্ম বলে, অর্থাৎ যে ধর্মে সনাতন সত্যের কথা বলা হল, বা এমন কিছু কথা যা দার্শনিক ভাবে আদিকাল থেকে চলে আসা সত্য, তাই সনাতন ধর্ম। কিন্তু সেসবই দার্শনিক পটভূমিকায় সনাতন। এরও বহু পরে হিন্দু ধর্মের বহুবিধ আচার বিচাপ, মানে প্যাকটিস নিয়ে আলোচনা হতে শুরু করল। কিন্তু মানুষ আজন্ম চলে আসা কিছু আচার বিচারের পরিবর্তন চাইলেন, বা অতীতে ফেলে আসা, মুছে যাওয়া কিছু ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। ব্রাহ্মণদের বাইরে, ক্ষত্রিয়দের বাইরেও বেদ শিক্ষার কথা বললেন, বংশানুক্রমিক নয়, কাজের ভিত্তিকে জাতিবাদের কথা বললেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সমাজে, একদম বললেন আমরা সনাতনী, এতদিন ধরে যা চলে এসেছে, যা আমরা মেনে এসেছি, তা পরিবর্তন করতে দেব না। অব্রাহ্মণের মুখে গায়ত্রী মন্ত্র শুনব না, নারীদের স্থান রন্ধনশালায়, রান্নাঘর ছেনে তারা পাঠসালায় বেদ শিক্ষা করতে আসবে এ কেমন কথা? আমরা সনাতনী, আমরা ধর্মের মর্যাদা রাখব। শুরু হল সনাতন ধর্মের নতুন ইতিহাস। কত বছর পুরনো? হাজার খানেকও নয়। কিন্তু সমাজের চাপেই ধর্ম পাল্টেছে নিজেকে, আচার বিচার পাল্টেছে। ধরুন না দুর্গাপুজোর কথা। সনাতনীদের দুর্গার বর্ণনা আর আজকে সনাতন দিন্দা বা মিন্টু পালের মূর্তি কি এক? ডাকের সাজের দুর্গাই কি সনাতনী? বারোয়ারি পুজো কি সনাতনী? আজকালকার ক'জন ব্রাহ্মণ একাহারী? ক'জন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা জানা আছে? চামড়ার চটি পরতে অস্বীকার করতেন ব্রাহ্মণরা, আজ ক'জন করবেন? বিধবা বিবাহের বিরোধিতা সনাতনীরাই করেছিলেন, আটকাতে পারেননি। মন্দিরে কায়স্থরাই ঢুকতে পারতেন না শূদ্র তো কোন ছার। এখন কটা মন্দির রাখতে পেরেছে সেই শর্ত? এমনকী হিন্দু ধর্মের মধ্যেই শূদ্র জাগরণের কথা বলেছেন বিবেকানন্দ, কোরান পড়েছেন রামকৃষ্ণ, মূর্তিপুজোর বিরোধিতা করেছেন দয়ানন্দ স্বরস্বতী। কোনটা তাহলে সনাতন ধর্ম? হ্যাঁ, এতকিছুর পরেও এই বাংলা থেকেই হিন্দুত্বের কথা উঠেছে সর্বপ্রথম, হিন্দু ধর্মের শুদ্ধতার কথা উঠেছে, সেই কথা গেছে মহারাষ্ট্রে, সেখান থেকেই মনবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এই সনাতন ধর্মের ধারণা কীসের সনাতন? যার হাফ প্যান্টটুকুও বজায় রাখতে পারল না, চামড়ার বেল্ট পরে ফুলপ্যান্ট পরে নিজেদের আধুনিক করে তুলল, যাদের এই প্রজন্ম ধুতি দিলে বড়জোর গামছা বা লুঙ্গির মতো ব্যবহার করবে, তাদের মুখে রোজ শোনা যায় সনাতন দর্ম। আপাতত যে সনাতন ধর্মের কাজ হল ব্রাহ্মণবাদকে বজায় রাখা, মনুবাদকে বাঁচিয়ে রাখা। উদয়নিধি স্তালিন সেই ব্রাহ্মণ্যবাদকে, সেই মনুমাদকে, সেই তথাকথিত সনাতন ধর্মকে মুখে ফেলার কথা বলেছেন। যে কথা নানক, চৈতন্য, কবির, গুরুচাঁদ টাকুর বহু আগেই বলেছেন, যে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর, রবিঠাকুর, বিবেকানন্দ, পেরিয়ার, জ্যোতি রাও ফুলে, বাবাসাহেব আম্বেদকর। আজ রামস্বামী পেরিযারের প্রচারের জন্যই দক্ষিণ বারতের বহু মন্দিরে অনায়াসে শূদ্রেদের প্রবেশ সম্ভব হয়েছে, বহু মন্দিরেই আছেন অব্রাহ্মণ পুরোহিত। ওই প্রচারের জন্যই হিন্দু ধর্মেণ অন্যতম কাঞ্চিপুরম মঠের পাশেই আছে মসজিদ। তাদের সামনেই আছে পেরিয়ারের মূর্তি, যিনি যুক্তিবাদের কথা বলেছিলেন। আর সনাতন? সনাতন তো হল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, মানবিক গুণ, ক্ষমা, দয়া, প্রেম, ভালবাস। সেই আকাশভরা সূর্যতারা প্রাণ খুঁজে যারা পায় না, যাদের মাথায় ভুসো ভরা, তারাই জাতিবাদের কথা বলে, ধর্মে ধর্মে বিরোধের কথা বলে। আজ সনাতন ধর্মের নাম করে যা চলছে তা আদতে এক ভণ্ডামি আর মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাস নয় দাঙ্গা দিয়ে যাদের রাজনৈতিক হাতে খড়ি তাদের কাছে এর থেকে বিশ আশা করাটাই অবশ্য অন্যায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আইডি-র রোগী নিপা কিনা, সে ব্যাপারে এখনও ধন্দে বিশেষজ্ঞরা

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার চোখ রাঙানির মধ্যেই এবার নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক এবার এ রাজ্যে। নিপা আক্রান্ত সন্দেহে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কেরল থেকে আসা এক পরিযায়ী শ্রমিক। কিন্তু তাঁর সত্যিই নিপা হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে এখনও ধন্দে বিশেষজ্ঞরা।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, নিপা আক্রান্ত সন্দেহে ভর্তি ওই ব্যক্তি পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের বাসিন্দা। ২৬ বছরের ওই যুবকের ১১ দিনের বেশি টানা জ্বর হয়েছে। ফুসফুসে সংক্রমণও রয়েছে। অসুস্থ ওই ব্যক্তির দুটি পা-ই ফোলা রয়েছে। কেরলে ওই যুবক যাঁদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে অজানা জ্বরে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজ্যে ফেরার পর, শনিবার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের আউটডোরে যান ওই যুবক। চিকিৎসক তাঁকে আইসোলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে বেলেঘাটা আইডি-র আইসোলেশন কেবিনে ভর্তি করা হয় যুবককে।

নিপা-আক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তির পর ৪ দিন কেটে গেলেও এখনও নমুনা পাঠানো হয়নি পুণের এনআইভি-তে। তবে খুব তাড়াতাড়ি নমুনা পাঠানো হবে বলে বেলেঘাটা আইডি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা, তা জানার কোনও উপায় নেই পশ্চিমবঙ্গে। কারণ, এখনও পূর্ব ভারতে এরকম কোনও পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি! মানুষের শরীরে নিপা ভাইরাস সংক্রমণকে চিহ্নিত করার জন্য ভরসা করতে হয়, পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি।

বিশেষজ্ঞদের অনেকের অভিমত, যে সব বাদুড় ফল খায়, সেই 'ফ্রুট ব্যাট' থেকেই ছড়ায় নিপা ভাইরাস। নিপায় আক্রান্ত বাদুড়ে খাওয়া ফল খেলে ভাইরাস আসতে পারে মানুষের শরীরে। অনেক সময় খেজুর গাছে রসের হাঁড়িতে মুখ দেয় বাদুড়। সেই রস খেলে মানুষের শরীরে আসতে পারে নিপা। এছাড়া নিপা আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে এলেই আক্রান্ত হতে পারেন নিপায়।

ইতিমধ্যেই কেরলে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিপা ভাইরাস। এখনও ২ জন মারা গিয়েছেন কেরলে, আক্রান্ত বেশ কয়েকজন। ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় চলছে পরীক্ষা। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। নিপা ভাইরাস শরীরে সংক্রমিত হলে হঠাৎ জ্বর আসতে পারে। সঙ্গে হতে পারে মাথা ব্যাথা, পেশিতে টান, ও বমি।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই ভাইরাস শরীরে দ্রুত সংক্রমিত হয়। মাত্র সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে কোনও রোগী জ্ঞান হারিয়ে কোমায় চলে যেতে পারেন। রোগীকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

হিউম্যান মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি শরীরে প্রয়োগ করলে নিপা ভাইরাসের অ্যান্টিজেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় বলে অনেকের অভিমত। সম্ভব হয় নিপা-আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো। যদিও এই ওষুধ নিপা রুখতে কতটা কার্যকরী, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মহিলা সংরক্ষণ বিল বিজেপির একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি : কানিমোঝি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'মহিলা সংরক্ষণ বিল বিজেপির একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। তবুও, অনেক নেতাকে এই বিল আনার জন্য এবং এটি পাস করার জন্য অনুরোধ করতে হয়েছিল।' বুধবার লোকসভায় কটাক্ষ করে বললেন ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি। এদিন মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য রাখেন কানিমোঝি।

তিনি বলেছেন, 'মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কথা বলতে পেরে আমি খুশি। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা সবাই একে অপরকে সমর্থন করব এবং একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এই বিলটি পাশ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিজেপি এটিকে রাজনীতি করার সুযোগ হিসেবে নিয়েছে।'

কানিমোঝি আরও বলেছেন, 'আমি নিজেও সংসদে সংরক্ষণ বিল আনার বিষয়টি বহুবার উত্থাপন করেছি। তাঁরা বলেছিল, বিলটি আনার আগে সমস্ত স্টেকহোল্ডার, রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করতে হবে এবং তারপর একটি ঐকমত্য তৈরি করতে হবে। আমি জানতে চাই কী ঐকমত্য তৈরি হয়েছে, কী আলোচনা হয়েছে, এই বিলটি গোপনীয়তার মধ্যে আনা হয়েছে। আমরা জানতাম না, এই অধিবেশন কিসের জন্য ডাকা হয়েছে।'

ছত্তিশগড়ের সুকমায় বিস্ফোরণে আহত এক সিআরপিএফ জওয়ান

সুকমা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ছত্তিশগড়ের সুকমায় আইইডি বিস্ফোরণে এক সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন। বুধবার সকালে ছত্তিশগড়ের সুকমার কামারগুদা-জাগারগুন্ডা সড়কে একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটে। এরফলে একজন সিআরপিএফ জওয়ান গুরুতর আহত হন বলে পুলিশ আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইন্সপেক্টর জেনারেল বস্তার পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, আহত নিরাপত্তা কর্মী ২৩১ ব্যাটালিয়ন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের একজন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর পদের দায়িত্বে রয়েছেন। সুন্দররাজ আরও জানান, সাব ইন্সপেক্টরের চিকিৎসা চলছে। এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে দুই নকশাল নিহত হয়েছিল।

ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের বাড়ল সামান্য; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৯০ জন, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ফের সামান্য বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৫১ জন।

মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৯০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৮০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৭৮৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৮,৯০৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭০,২৯৬-তে পৌঁছেছে।

আইটিআর-৭ দাখিল করার সময়সীমা বাড়ানো একটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ : নারায়ণ জৈন

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করদাতাদের জন্য বড় স্বস্তি দিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)। আইটিআর-৭-সহ অডিট রিপোর্ট দাখিল করার সময়সীমা বাড়িয়েছে সিবিডিটি। বিশিষ্ট আইনজীবী তথা অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার (এআইএফটিপি)-এর জাতীয় উপ-সভাপতি নারায়ণ জৈন এই সময়সীমা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এটি একটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ।

বিশিষ্ট আইনজীবী নারায়ণ জৈন বলেছেন, ১৮ সেপ্টেম্বর নিজস্ব সার্কুলার নম্বর ১৬/২০২৩-এ আইটিআর -৭ এবং অন্যান্যদের জন্য আয়কর রিটার্ন (আইটিআর) দাখিল করার সময়সীমা বাড়িয়েছে সিবিডিটি। জৈন বলেছেন, সিবিডিটি শুধুমাত্র ফর্ম ১০বি, ফর্ম ১০বিবি দাখিল করার তারিখ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে এবং ২০২৩-২৪ মূল্যায়ন বছরের জন্য আইটিআর-৭ দাখিল করার তারিখ ৩০ নভেম্বর বাড়িয়েছে। নারায়ণ জৈন বলেছেন, সিবিডিটি দ্বারা জারি করা এই বিজ্ঞপ্তিটি ট্রাস্ট অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ফর্ম ১০বি, ১০ বিবি এবং আইটিআর-৭ ফাইল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেছেন, সিবিডিটি-র এই সময়সীমার মধ্যে দেওয়া শিথিলতা ট্রাস্ট, প্রতিষ্ঠান, তহবিল, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং শুধুমাত্র এই ধরনের কোম্পানি ইত্যাদিকে স্বস্তি দেওয়া, যা ধারা ১৩৯(৪এ), ১৩৯ (৪বি), ১৩৯(৪সি), অথবা ধারা ১৩৯(৪ডি)-এর অধীনে আইটিআর প্রস্তুত করা জরুরি।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের সমালোচনা করলেন সঞ্জয় সিং, এটি আরও একটি ''জুমলা''

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিলের তীব্র সমালোচনা করলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। বুধবার সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'এটি কোনও মহিলা সংরক্ষণ বিল নয়, এটি ''মহিলা বেওয়াকুফ বানাও'' বিল।' সঞ্জয় সিংয়ের মতে, 'বিলের নামে আরও এক ''জুমলা'' এনেছে মহিলা-বিরোধী বিজেপি।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'এটি মহিলা সংরক্ষণ বিল নয়, এটি ''মহিলা বেওয়াকুফ বানাও'' বিল। আমরা এমনটা বলছি, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে মহিলাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির কোনওটিই পূরণ হয়নি। এটি তাঁদের দ্বারা আনা আরেকটি ''জুমলা''।'

আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, 'আপনারা যদি বিলটি বাস্তবায়ন করতে চান, এএপি সম্পূর্ণরূপে আপনাদের পাশে রয়েছে। তবে এটি ২০২৪ সালে বাস্তবায়ন করুন। আপনারা কি দেশের মহিলাদের বোকা মনে করেন? বিলের নামে আরও এক ''জুমলা'' এনেছে মহিলা-বিরোধী বিজেপি। দেশের নারী, রাজনৈতিক দলগুলি এসব নির্বাচনী কৌশল বোঝে। সুতরাং, আমরা বলতে চাই, যদি তাঁদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় তাহলে ২০২৪ সালে এটি বাস্তবায়ন করুন।'

মহিলা সংরক্ষণ বিল রাজীবের স্বপ্ন ছিল, মন্তব্য সোনিয়া গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর স্বপ্ন ছিল। বললেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। বুধবার সংসদ চত্বরে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 'এটি রাজীবজির স্বপ্ন ছিল।' পাশাপাশি সাংসদদের দেওয়া সংবিধানের অনুলিপি সম্পর্কে কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 'প্রস্তাবনাতে (''সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ'' শব্দ) ছিল না।' পরে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় বক্তব্য রাখেন সোনিয়া গান্ধী। লোকসভায় সোনিয়া বলেছেন, 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ২০২৩-এর সমর্থনে দাঁড়িয়েছি।'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন বলেছেন, '২০১০ সালে আমরা রাজ্যসভায় বিলটি পাস করেছিলাম। কিন্তু লোকসভায় তা পাস হতে পারেনি। সেই কারণে এটি নতুন বিল নয়। তাঁরা যদি সেই বিলটি এগিয়ে নিয়ে যেত, তাহলে আজ তা দ্রুত হয়ে যেত...আমার মনে হয় তাঁরা নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা প্রচার করছে।'

করণদিঘিতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু

করণদিঘি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের দোমোহনা-সোলপাড়া রাজ্য সড়কের ভবানিপুরে বিস্কুট কিনে বাড়ি ফেরার পথে মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৫ বছরের শিশুর। বুধবার সকালে সাড়ে ছয়টায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম নইমুদ্দিন শেখ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারের দোকানে বিস্কুট কিনতে গিয়েছিল নইমুদ্দিন। ফেরার পথে মুরগি বোঝাই একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান তাকে ধাক্কা মারে। রাজ্য সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে শিশুর দেহ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন পরিবারের সদস্য সহ প্রতিবেশীরা। স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিঘি থানার রসাখোয়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। দেহ উদ্ধার করে রসাখোয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায় পুলিশ।

জটেশ্বরে অবশেষে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

জটেশ্বর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বর এলাকায় বন দফতরের খাঁচায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ। মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘটি। বেশ কিছুদিন ধরে চিতাবাঘের আনাগোনা লক্ষ্য করেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। বিভিন্ন জায়গায় চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায় বন দফতর। বাসিন্দাদের দাবিমতো এলাকায় দু'টি খাঁচা বসায় মাদারিহাট রেঞ্জ। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে কড়াইবাড়িতে টোপ গিলতে খাঁচায় ঢুকে পড়ে চিতাবাঘটি।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার রাতে কড়াইবাড়ির পাশের গ্রাম দলগাঁও বস্তিতে চিতাবাঘের হামলায় জখম হন তিন ভাই। এর আগে ২৭ অগাস্ট কল পাড়ে পা ধুতে গিয়ে চিতাবাঘ টেনে নিয়ে যায় এক বৃদ্ধাকে। পরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে দলগাঁও জঙ্গলে পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে যেতে বৃদ্ধার মুণ্ডহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

ঘুষের টাকা নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার লখিমপুরের লাটমণ্ডল হেমেন্দ্র

লখিমপুর (অসম), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ঘুষের টাকা নেওয়ার অভিযোগে এবার গ্রেফতার হয়েছেন লখিমপুর জেলার তিনকোণীয়া সার্কল অফিসের লাটমণ্ডল হেমেন্দ্র বরা। জমির মিউটেশন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জনৈক আবেদনকারীর কাছে মোট এক লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন হেমেন্দ্র।

জানা গেছে, অভিযুক্ত হেমেন্দ্র বরা আবেদনকারীর নামে এক খণ্ড জমির মিউটেশন করে দেওয়ার নামে এক লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। দাবি অনুযায়ী প্রথম কিস্তি হিসেবে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই)-এর মাধ্যমে (গুগল পে) ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা হেমেন্দ্র বরাকে দিয়েছিলেন। পরের কিস্তি দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী দুর্নীতি দমন অধিকরণের দ্বারস্থ হন। দুর্নীতি দমনের কষা ছক অনুযায়ী আজ বুধবার বাকি ৫০ হাজার টাকা অভিযোগকারীর হাত থেকে নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন লাটমণ্ডল হেমেন্দ্র বরা।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে পুনের গণেশ মন্দিরে ৩৫,০০০ মহিলার সমবেত প্রার্থনা

পুনে, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : গণপতি উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বুধবার পুনের দাগাদুশেঠ হালওয়াই গণেশ মন্দিরে জড়ো হয়েছিলেন ৩৫ হাজার মহিলা। শ্রীমন্ত দাগাদুশেঠ হালওয়াই গণপতি মন্দিরের প্রাঙ্গণ ৩৫ হাজার মহিলার পবিত্র মন্ত্রে মুখরিত হয়ে ওঠেছিল। বুধবার সকালে ৩৫ হাজারেরও বেশি মহিলা গণপতির কাছে প্রার্থনা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে সকলে সমবেত হয়ে 'অথর্বশীর্ষ' প্রার্থনা পাঠ করেন। শ্রীমন্ত দাগাদুশেঠ হালওয়াই গণপতি মন্দির কর্তৃপক্ষ আয়োজিত গণেশ চতুর্থী উদযাপনের আজ দ্বিতীয় দিন।

এই দিনে ঋষি পঞ্চমী উপলক্ষে গণেশোৎসব উদযাপনের অংশ হিসাবে মহিলারা গণপতি 'অথর্বশীর্ষ' পাঠ করেছেন। প্রার্থনা দেখার করার জন্য একদল রাশিয়ান নাগরিককেও মন্দির প্রাঙ্গণে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী আবৃত্তিতে অংশ নেওয়ার জন্য পুনে শহরজুড়ে মহিলারা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে বুধবার ভোরে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিলেন। সকলে মিলে আজ প্রার্থনায় অংশ নেন। গণেশ চতুর্থীর উৎসব শুরু হয়েছে মঙ্গলবার। এটি চলবে আগামী ১০দিন ধরে। এই সময়ে মহাসমারোহে ভগবান গণেশের উৎসব উদযাপন করা হয়। গণেশ উৎসবটি এই মন্দিরে প্রতিবছর অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার ভক্ত প্রভু গণেশের দর্শনের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়।

মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থনের কথা জানালেন সোনিয়া, অবিলম্বে বলবৎ করারও দাবি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থনের কথা জানালেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। একইসঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে অবিলম্বে কার্যকর করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বুধবার লোকসভায় বক্তব্য রাখেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি শুরুতেই বলেছেন, 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ২০২৩-এর সমর্থনে দাঁড়িয়েছি। কংগ্রেস এই বিলকে সমর্থন করে। এই বিল নিয়ে আমরা খুশি, আবার উদ্বিগ্নও। ভারতীয় মহিলারা গত ১৩ বছর ধরে নিজেদের রাজনৈতিক দায়িত্বের জন্য অপেক্ষা করছেন। আর এখন তাঁদের আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে। কত বছর? কংগ্রেস দাবি করে, এই বিলটি অবিলম্বে বলবৎ করা হোক এবং সেই সঙ্গে জাতিগত শুমারি করে এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক।'

সোনিয়া গান্ধী এদিন লোকসভায় আরও বলেছেন, 'এটি আমার নিজের জীবনেরও একটি আবেগময় মুহূর্ত। প্রথমবারের মতো, স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের জন্য সাংবিধানিক সংশোধনী এনেছিলেন আমার জীবনসঙ্গী রাজীব গান্ধী। এটি রাজ্যসভায় ৭ ভোটে পরাজিত হয়েছিল। পরে, প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমহা রাও-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার তা রাজ্যসভায় পাস করে। ফলে সারাদেশে স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে আমাদের ১৫ লক্ষ নির্বাচিত নারী নেত্রী রয়েছে। রাজীব গান্ধীর স্বপ্ন আংশিক পূর্ণ হল। এই বিল পাশ হলে তা সম্পূর্ণ হবে।'

এশিয়ান গেমস-এ প্রথম দিন; হার দিয়ে শুরু ভারতীয় ফুটবলের, মান বাঁচালো ভলিবল

হানঝাউ, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হার দিয়ে এশিয়ান গেমসের মিশন শুরু করলো ভারতীয় ফুটবল দল। এক গোলে পিছিয়ে পড়া, গোল শোধ, পেনাল্টি সেভ। তারপর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের প্রত্যাশার বেলুন চুপসে গেল। এশিয়ান গেমসে শোচনীয়ভাবে ১-৫ গোলে হেরে হতাশায় যাত্রা শুরু হল সুনীল ছেত্রীদের। গ্রুপ এ-র প্রথম ম্যাচে চীনের বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। সুনীল ছেত্রী এবং সন্দেশ ঝিঙ্গান শুরু থেকেই খেলেন।প্রথমার্ধের পারফরম্যান্স ভালো ছিল। তবুও পিছিয়ে পড়ে ভারত। ২৪ মিনিটে পেনাল্টি পায় চিন। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে অনবদ্য সেভ করেন গুরমিত। প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে রাহুল কেপির বিশ্বমানের গোল শোধ, ম্যাচে ফিরে আসে ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে সব হিসেব পাল্টে যায়। ১-১ স্কোর লাইন থেকে ১-৫ ব্যবধানে হার। প্রথম ম্যাচেই লজ্জার হার। ২১ তারিখ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ সুনীলদের। সেই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে ভারতকে।

মান বাঁচাল ভলিবল!

তবে ফুটবলে ব্যর্থতার দিনে ভলিবলে প্রথম ম্যাচ জিতল ভারতীয় টিম। গ্রুপ 'সি'র ম্যাচে তিন সেটে জিতলেন অমিত, হরি প্রসাদ, রোহিত কুমাররা। গ্রুপে পরের ম্যাচ দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচ জিততে পারলে শীর্ষে থেকে পরের পর্বে যাবে ভারত। কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে ছিল ভারতের এই ম্যাচ। ২৫-১৪, ২৫-১৩, ২৫-১৯এ উড়িয়ে দিয়েছেন অমিতরা। তবে কম্বোডিয়া ভারতের চেয়ে দুর্বল টিম। ফলে প্রতিপক্ষকে প্রথম ম্যাচে উড়িয়ে দিতে অসুবিধা হয়নি। আজ শক্তিশালী কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে ম্যাচ। বিশ্ব ব্যাঙ্কিংয়েও ২৭ নম্বরে তারা। ভারত কেমন খেলে, সে দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেশ।

১৯৫৮ সালে টোকিও গেমসে ভলিবল ছিল। সেবার তৃতীয় স্থান পেয়েছিল ভারত। সব মিলিয়ে ভলিবল থেকে এসেছে ৩টে পদক।

১৯৬২ সালে রুপো জিতেছিল ভারতীয় দল। জাপান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শেষবার এশিয়ান গেমসের ভলিবল থেকে ভারত পদক জিতেছিল ১৯৮৬ সালে। তার পর থেকে ভলিবলে এসেছে শুধুই ব্যর্থতা। ৩৭ বছরের অপ্রাপ্তির খরা কি কাটাতে পারবে ভারতীয় ভলিবল দল?

মহিলা সংরক্ষণ বিলের ত্রুটিগুলি আগে দূর করা উচিত : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কংগ্রেস মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে থাকলেও, এই বিলের ত্রুটিগুলি আগে দূর করা উচিত বলে মন্তব্য করলেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার সাংবাদিকদের খাড়গে বলেন, সরকার আদমশুমারি ও সীমানা নির্ধারণের পর এই আইনটি কার্যকর করতে চায়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিলের ত্রুটি আগে দূর করা প্রয়োজন।

এর আগে মঙ্গলবার সোনিয়া গান্ধীও বলেছিলেন, এটি আমাদের বিল। মহিলা সংরক্ষণ বিল কংগ্রেস সরকার এনেছিল। দলের বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রামেশ সম্প্রতি বলেছিলেন, কংগ্রেস সবসময়ই মহিলাদের সংরক্ষণের পক্ষে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন বলেছেন, '২০১০ সালে আমরা রাজ্যসভায় বিলটি পাস করেছিলাম। কিন্তু লোকসভায় তা পাস হতে পারেনি। সেই কারণে এটি নতুন বিল নয়। তাঁরা যদি সেই বিলটি এগিয়ে নিয়ে যেত, তাহলে আজ তা দ্রুত হয়ে যেত...আমার মনে হয় তাঁরা নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা প্রচার করছে।'

মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে নীতীশ, বললেন আমরা শুরু থেকেই এই দাবি করে আসছি

পাটনা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তাঁর মতে, 'মহিলাদের সংরক্ষণ পাওয়া উচিত। আমরা এটাও দাবি করছি যে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি এবং ওবিসি মহিলাদেরও লোকসভা এবং বিধানসভায় সংরক্ষণ করা উচিত।'বুধবার পাটনায় মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নীতীশ কুমার বলেছেন, 'মহিলাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আমরা শুরু থেকেই এই দাবি করে আসছি... তাঁরা এটা বাস্তবায়ন করবে না, তাঁদের যা করার ছিল তা করা উচিতই ছিল... আমরা তাঁদের বলেছি জাতিভিত্তিক আদমশুমারি করতে, আমরা এটাও দাবি করেছি।'

দারুণ জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু ম্যানচেস্টার সিটির

ম্যানচেস্টার, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দারুণ ভাবে শুরু করল ম্যানচেস্টার সিটি। প্রথম ম্যাচে সার্বিয়ান ক্লাব রেড স্টার বেলগ্রেডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তারা। আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ জোড়া গোল করেছেন ও রদ্রি একটি গোল করেছেন।

শক্তিশালী দল হিসেবেই বেলগ্রেডের মুখোমুখি হয় ম্যানসিটি। কিন্তু ৪৫ মিনিটে এক গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে তারা। নিজেদের মাঠে গোলের খাতা খুলতে দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সিটিজেনদের।

হরেকরকম

রাতে নিদ্রাজনিত সমস্যা সমাধানে আপনার যা যা করণীয়

রাতে ঘুম নিয়ে মানুষের সমস্যার কোনো কমতি নেই। বেশিরভাগ মানুষ সময়মত ঘুমাতে পারেন না। বিছানায় শোবার পরও ঘুম আসার কোনো খবর থাকে না। যার ফলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।

যাই হোক, সকলের পর্যাপ্ত পরিমাণ ও সময়মত ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য কিছু সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলেই নিদ্রাজনিত সমস্যা দূর হতে পারে। আসুন জেনে নেয়া যাক সেই জাদুকরি উপায়- অন্ধকার ঘর: ঘুমানোর সময় অবশ্যই ঘরের সব আলো বন্ধ করতে হবে। কারণ আলো জ্বললে চোখে ঘুম আসতে চায় না।

স্নান: ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার আগে সামান্য উষ্ণ জলে স্নান করুন। এতে স্ট্রেস কমবে, রিল্যাক্সও হবেন। ঘুম হবে ভাল।

অল্প খাবার: রাতে খুব অল্প খান। রাতে বেশি খেলে তা হজম হতে অনেক সময় লাগে। ফলে ঘুম আসতে চায় না।

ব্যায়াম: রাতে ওয়ার্ক আউট না করাই ভাল। এতে শরীরে বেশি এনার্জি আসে। ফলে ঘুম আসতে চায় না। তাই রাতে ব্যায়াম করা পরিহার করুন।

চকোলেট: ঘুমানোর আগে চকোলেট মোটেই খাবেন না। চকোলেটে থাকে ক্যাফেন। যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

রাতের স্ন্যাক্স: লেট নাইট করা যদি আপনার অভ্যাস হয় তাহলে নিশ্চয়ই টুকটাক স্ন্যাক্সেও অভ্যস্ত? রাতে খিদে পেলে খান, তবে অল্প। আর তা যেন কখনই ভারি না হয়।

মেডিটেশন করুন : এই উপায়টি ঘুমানোর ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। মেডিটেশনটি এরকম- চোখ বন্ধ করে বাসার ছাদ বরাবর তাকিয়ে থাকুন এবং চোখের মনি আনুমানিক ১৯ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেল এ রাখুন। তারপর বাসার ছাদে একটা বিশাল সাদা রং এর পর্দা কল্পনা করুন। আর তার মধ্যে হালকা নিল রঙের একটা সংখ্যা কল্পনা করুন, তাহলো ১৯। এরপর তা আসতে আসতে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং আবার আসতে আসতে আরেকটা সংখ্যা আসছে, তাহলো ১৮। এইভাবে উল্টো কাউন্ট করতে থাকুন। তবে তা খুব ধীরে ধীরে। এইভাবে কিছুক্ষণ করার পর দেখবেন আপনার ঘুম চলে আসছে।

পিসিওসি-এর সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত

প্রজননের বয়সকালে ৮ থেকে ১৩ শতাংশ মহিলা ভুগছেন পিসিওএস বা পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোমে। মূলত দেহে পুরুষ হরমোনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে পিসিওএস-এর সমস্যা দেখা দেয়। পিসিওএস-এর জেরেই মুখে রোমের আধিক্য বেড়ে যায়, মুখ ও পিঠভর্তি ব্রণ বেরোতে থাকে, চুল পড়া বেড়ে যায়। এছাড়া ওজন বাড়তে থাকে।

আর পিসিওএস-এর ক্ষেত্রে অনিয়মিত ঋতুস্রাব এবং ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা জোরাল হতে থাকে। পিসিওএস-এর স্থায়ী সমাধান নেই। চিকিৎসকদের মতে, স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল মেনে চললে পিসিওএস-এর উপসর্গগুলো কমানো যায়। তবে, এক্ষেত্রে আপনি আয়ুর্বেদের সাহায্যও নিতে পারেন।

আয়ুর্বেদিক ভেষজ: আয়ুর্বেদিক উপায়ে পিসিওএস-এর সমস্যাকে বশে রাখতে আপনি বেশ কিছু ভেষজ উপাদানের সাহায্য নিতে পারেন। অশ্বগন্ধা, দারুচিনি ও হলুদের মতো উপাদানকে নিত্যদিনের সঙ্গী করে তুলুন। এই তিনটি ভেষজ উপাদান কর্টিসলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, মাসিক চক্রকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে এবং শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে, যা পিসিওএস-এর ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

আয়ুর্বেদিক ডায়েট: স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইলে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ডায়েট। আপনি কী খাচ্ছেন, কতটা পরিমাণে খাচ্ছেন এবং কখন খাচ্ছেন-এই সব বিষয়গুলো আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। আয়ুর্বেদের মতে, খাদ্যতালিকা থেকে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ কমিয়ে দিন। নুন খাওয়া কমান। এমনকী শর্করাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। তার বদলে তাজা ফল, সবজি, গোটা শস্য, বাদাম, বীজ ইত্যাদি খান। এতে দেহে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকবে। শরীরচর্চা: আয়ুর্বেদের মতে, পিসিওএস-এর সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে শরীরচর্চা করা জরুরি। এতে দেহে হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকে। পাশাপাশি ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। দিনে অন্তত ৩০ মিনিট যোগব্যায়াম করুন। এতে আপনার ঋতুচক্র নির্দিষ্ট সময় অন্তর হবে এবং ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সমস্যাগুলো কমবে। মানসিক চাপ কমান: পিসিওসি-এর সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত। মানসিক চাপ আপনার দেহে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। যার জেরে একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই মানসিক চাপকে কমিয়েও আপনি পিসিওএস-এর উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

চিনি খাওয়া বিষ, তার পরিবর্তে খান কোকোনাট সুগার

চিনি বিভিন্ন ধরণের খাবারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই চিনি বিষের চেয়ে কম কিছু নয়। অতিরিক্ত চিনি খেলে ক্রমে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। অতিরিক্ত চিনি খেলে উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং ফ্যাটি লিভারের মতো স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। তাই বর্তমানে বিশেষজ্ঞকা সাদা চিনির পরিবর্তে এর স্বাস্থ্যকর বিকল্পও বেছে নিতে পরামর্শ দেন।

তা এর জন কী খাবেন?

কখনও নারকেল চিনির কথা শুনেছেন? হ্যাঁ,চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে নারকেল চিনি বেছে নিতে পারেন। নারকেল গাছের ফুলের রস থেকে এই চিনি তৈরি করা হয়। এই চিনি স্বাস্থ্যের জন বেশ উপকারীও। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই চিনির গুণাগুণ

রক্তে শর্করার মাত্রা:

নারকেল চিনি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে রয়েছে ফাইবার। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। এই চিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য খুবই উপকারী। নিয়মিত চিনির পরিবর্তে নারকেল চিনিও ব্যবহার করতে পারেন।

ওজন কমাতে:

নারকেল চিনিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এটা খাওয়ার পর অনেকক্ষণ পেট ভরে যায়। এটি আপনার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে তাই এই বিশেষ চিনি খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কম প্রক্রিয়াজাত চিনি: নারকেল চিনি নিয়মিত সাদা চিনির তুলনায় কম প্রক্রিয়াজাতয। এটি অত্যন্ত পরিশ্রুত তাই নারকেল চিনি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

নারকেল চিনির পুষ্টিগুণ:

নারকেল চিনিতে ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন এবং পটাসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। এই চিনি খাওয়ার ফলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতাও পাওয়া যায়। কী সেগুলি? জানুন

হাইপোগ্লাইসেমিয়া:

এই চিনি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যা সারাতেও সাহায্য করে। হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যায় কাঁপুনি, মাথা ঘোরা এবং বমি বমি ভাবের মতো উপসর্গ দেখা যায়। এই ধরনের সমসা কমায় নারকেলের চিনি।

রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে:

নারকেল চিনি খেলে রক্ত সঞ্চালনও ভাল হয়। এই চিনি শরীরে আয়রনের ঘাটতিও পূরণ করে। এছাড়া এতে রয়েছে জিঙ্ক, যা চুলের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে। শুধু তাই-ই নয়, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ এই চিনি হাঁড় মজবুত করতেও সাহায্য করে। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে রাখুন করলা

প্রথম পাতে তেঁতো রাখার চল বাঙালিদের মধ্যে পুরনো। কিন্তু এই তেঁতো স্বাদের জন্য অনেকেই করলার তৈরি পদ খেতে পছন্দ করেন না। তবে, স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে হলে আপনাকে তেঁতোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই হবে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের করলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তেঁতো স্বাদ হলেও করলা ইনসুলিন হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এতে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু সুগার লেভেল ঠিক রাখা ছাড়াও এই সবজির আরও গুণ রয়েছে। প্রতিদিন করলা সেদ্ধ কিংবা করলা জুস পান করে আপনি ওজনও কমাতে পারেন। এই সবজি আপনার মেটাবলিক হার বাড়ায় এবং এতে ক্যালোরির পরিমাণ কম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। এতে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং ওজন কমানো সহজ হয়। করলা পুষ্টির ভাণ্ডার। এই সবজির মধ্যে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম, ফোলেট ও আয়রন রয়েছে। তাই রোজ করলা খেলে আপনার দেহে পুষ্টি ঘাটতি তৈরি হবে না। পাশাপাশি বাড়বে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ করলা। এতে ফ্ল্যাভনয়েড ও পলিফেনল নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে আপনাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে। এতে আপনি রোগমুক্ত জীবন কাটাতে পারেন। ফাইবার থাকায় করলা খেলে হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয় না। পাশাপাশি এটি অন্ত্রের ভাল ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি সাহায্য করে। তাই পেটের গণ্ডগোল রুখতেও আপনি করলা খেতে পারেন। করলা ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্যও উপযোগী। এই সবজি খেলে আপনার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং সহজেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারবেন। প্রতিদিন করলার রস পান করলে এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। এতে লিভারের পাশাপাশি ত্বকও ডিটক্সিফাই হয়। এতে ত্বকও সুস্থ থাকে এবং আপনি ব্রণ, ফুসকুড়ির মতো সমস্যা থেকেও দূরে থাকতে পারেন।

টাইট জিনস পরেন? হতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ

টাইট জিনস পরা আজকাল ফ্যাশন সিম্বল হয়ে উঠেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি এই ধরনের জিনস পরে থাকেন। অফিস কিংবা অন্যত্র, টাইট জিনস বেছে নেনে তাঁরা। দেখতে ভাল লাগলেও এই ফ্যাশনই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে বিপদের দিকে। অবাক হচ্ছেন তো? তবে এটাই সত্যি। আঁটোসাঁটো জিনসেই বাড়ছে বিপদ। হচ্ছে একাধিক স্বাস্থ্যের সমস্যা। তাই সতর্ক হতে হবে। জানুন কী ক্ষতি করছেন শরীরের

পিঠে ব্যথা: এই ধরনের জিনস পরলে অনেক সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কোমরে ব্যথা। টাইট জিনস পরার কারণে হিপ জয়েন্ট এবং মেরুদণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে. ফলে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। এটিকে সাধারণ ব্যথা বলে অনেকসময়ই এড়িয়ে যায় মানুষ। তারা বুঝেই উঠতে পারেন না যে, জিনসের কারণে এই সমস্যা হচ্ছে।

জরায়ু সংক্রমণ:

টাইট জিনস পরার ফলে অনেক মহিলার অল্প বয়সেই জরায়ু সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংক্রমণ সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নন। যদি সময়মতো জরায়ু সংক্রমণের চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে মহিলাদের পরবর্তীতে মা হতে অসুবিধা হতে পারে। এ জন্য ঢিলেঢালা জিনস পরাই ভাল।

পেশীর দুর্বলতা:

টাইট জিনস পরার কারণে তলপেটের এবং কোমরের পেশী ধীরে-ধীরে দুর্বলহয়ে পড়ে। টাইট জিন্স, শরীরের সঙ্গে এমনভাবেই চেপে বসে থাকে যে, হাড় এবং জয়েন্টগুলির নাড়াচড়ায় সমস্যা তৈরি হয়। এ কারণে পিঠ ও কোমর ছাড়াও পায়ে ব্যথা হয়। এবং ক্রমে পেশী দুর্বল হতে থাকে।

ত্বকে চুলকানি এবং জ্বালা:

দীর্ঘ সময় ধরে টাইট বা ফিটিং জিনস পরলে কখনও কখনও ত্বকে তীব্র চুলকানি এবং জ্বালাপোড়ার সমস্যা হতে পারে। কারণ টাইট জিনস পরলে অনেকসময়ই গোপনাঙ্গে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঘাম হয়, কিন্তু সেই ঘাম শুকোয় না। এ কারণে ত্বকে তীব্র চুলকানি ও জ্বালাপোড়ার সমস্যা দেখা দেয়। শুধু তাই-ই নয়, টাইট জিন্স পরা মহিলাদের মধ্যে ভালভাডিনিয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা

শরীরের জন্য খুবই উপকারী হল কলা। কলা আমাদের পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে আর কলার মধ্যে পুষ্টিও প্রচুর পরিমাণে থাকে। কলার মধ্যে ফাইবারের ভাগ বেশি থাকে। এই ফাইবার জলে দ্রবণীয়। আর এই ফাইবার হজম করতে সুবিধে হয়। ফাইবার থাকে বলে কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও সাহায্য করে। আর রোজ নিয়ম করে কলা খেলে নিয়মিত মলত্যাগও অনেক সহজ হয়ে যায়। আর কলা প্রোবয়োটিক হিসেবেও কাজ করে, যা অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। আমেরিকান পুষ্টিবিদ এরিন কেনির মতে, ফাইবার ছাড়াও কলায় প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টুলিগোস্যাকারাইড (এফওএস) থাকে। চঞ্ছ হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের শরীর হজম করতে পারে না তবে অন্ত্রে ভাল ব্যাকটেরিয়া তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে কলা নিয়ম করে খেতে হবে। ২০১১ সালে অ্যানারোব জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উপর কলার প্রভাব পরীক্ষা করেন। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে রোজ কলা খেলে অন্ত্রে বিফিডোব্যাকটেরিয়া এবং ল্যাকটোব্যাসিলির মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এতে হজমের সমস্যাও ভাল হয়। ২০১৮ সালে ইউরোপীয় জার্নাল অফ ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় আইবিএস সমস্যার উপর গবেষণা করা হয়। এই সমস্যা হলে অন্ত্রে ফোলাভাব, ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে কলা খেলে অনেকটা সুরাহা হয়।

রোগমুক্ত শরীর চান? রোজ খালি পেটে খান আমলকির রস

আমলকির বহুবিধ গুণ। আয়ুর্বেদ অনুযায়ী আমলকি হল নানা রোগের মহৌষধ। ইমিউনিটি বাড়াতে আমলকির জুড়ি নেই। রক্তও পরিশ্রুত করে। তা ছাড়া বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজের সমাহার ত্বক এবং চুলে পুষ্টিও জোগায়।

কাঁচা চিবিয়ে খান বা রস করে, উপকার পাবেন দুই পদ্ধতিতেই। তবে সকালবেলা খালি পেটে আমলকির রস পানেই অনেক রোগ নিরাময় হয়ে যায়।

সুস্থ থাকে শরীর। এক ঝলকে দেখে নিন খালি পেটে আমলকির রস পানে কী কী উপকার পাওয়া যায়।

আমলকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যে ভিটামিনগুলি, সেই তালিকায় একেবারে উপরের দিকেই রয়েছে ভিটামিন সি। আমলকির রসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে ভিটামিন সি-এর কদর কম নয়। তাই রোজ সকালে খালিপেটে আমলকির রস খেতে পারলে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তো বাড়বেই। পাশাপাশি সাধারণ ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশি এবং সংক্রমণ থেকেও সুরক্ষিত থাকবে শরীর। অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ রয়েছে

আমলকিতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বা প্রদাহ-বিরোধী গুণ, যা শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগেরও উপশম করে। নিয়মিত আমলিক খেলে জয়েন্টের ব্যথা এবং ফোলা কমতে পারে।

হজমে সহায়তা করে

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ আমলকি হজম ক্ষমতা বাড়ায়। মেটাবলিজম বা বিপাকে সাহায্য করে। বদহজম, অ্যাসিডিটি এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দূর করে। ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই রোজ সকালে খালি পেটে খান আমলকির রস।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে

ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী আমলকির রস। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, নিয়মিত আমলকির রস খেলে কোলেস্টরলও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

হার্ট সুস্থ রাখে

আমলকির মধ্যে রয়েছে উচ্চ ফাইবার, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা হৃতিণ্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং হার্ট সুস্থ রাখে।

শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বার করে দেয়

আমলকির রস শরীর থেকে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ ছেঁকে বার করে দেয়। ফলে লিভার ভাল থাকে, ত্বক পরিষ্কার হয়, এনার্জি লেভেল বাড়ে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ত্বকের জন্য ভালো

আমলার রসে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় এবং অতিবেগুনী রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে। ফলে ত্বক সুস্থ থাকে। চুলের বৃদ্ধি ঘটায় আমলকি চুলের জন্যও উপকারী। আমলকির রস পানে চুলের ফলিকল মজবুত হয়, চুল পড়া কমে এবং চুলের সামগ্রিক গুণমান ও গঠন উন্নত হয়।

মানসিক চাপ কমায় আমলকিতে রয়েছে অ্যাডাপ্টোজেনিক বৈশিষ্ট্য, যা স্ট্রেস কমাতে এবং মানসিক স্থিতি উন্নত করতে সাহায্য করে।

চোখের জন্য ভাল

আমলকি ভিটামিন এ-এর দুর্দান্ত উত। এই ভিটামিন চোখের জন্য খুবই উপকারী। দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত আমলকির রস পানে চোখ সুস্থ থাকে। ম্যাকুলার ডিজেনারেশন এবং ছানি পড়ার ঝুঁকি কমাতে পারে। আমলকির জুস তৈরি করবেন কী ভাবে? কয়েকটা আমলকি ভাল করে জলে ধুয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে ফেলুন। বীজটা বাদ দিন। মিক্সিতে অল্প জল দিয়ে মিহি করে বেটে নিন আমলকি। এই পেস্টে এক টুকরো আদা এবং পরিমাণমতো মধু দিয়ে আবারও ব্লেন্ড করুন। এবার আমলকির এই মিশ্রণ থেকে রস ছেঁকে নিয়ে পান করুন। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সাধের তেলাপিয়া মাছেই লুকিয়ে বিপদ! বিকল হচ্ছে অঙ্গ

"মাছেভাতে বাঙালি"-আর বাঙালির পাতের খুব পরিচিত মাছ তেলাপিয়া। দামও খুব একটা বেশি নয়। তাই মধ্যবিত্তের সংসারের অন্যতম সঙ্গী এই মাছ। বড় আরাম করে তেলাপিয়ার ঝাল-ঝোল খায় বাঙালি। জানলে অবাক হবেন যে, এই সাধের তেলাপিয়া খেয়ে, আপনার শরীরও বিকল হয়ে যেতে পারে। অবাক হলেন তো? হ্যাঁ, এমনই এক অবাক করা ঘটনা ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে।

তেলাপিয়া মাছ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি লরা বারাজাস নামক এক ভদ্রমহিলা। বাজার থেকে সাধ করে তেলাপিয়া মাছ কিনে এনেছিলেন ৪০ বছরের লরা বারাজাস। ওয়াশিংটনের বাসিন্দা তিনি। মাছ দিয়ে অন্যরকমের কিছু বানাতে গিয়ে ঘটে গেল বিপদ। এই মাছ দিয়ে আন্ডার-কুকড একটা প্রিপারেশন (সহজ কথায় বলা যায়, আধসেদ্ধ অবস্থায় ছিল ওই তেলাপিয়া মাছ) তৈরি করেছিলেন তিনি। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাত, পা কালো হয়ে যায়। ঠোঁটের নিচেরও এক অবস্থা। এরপর গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেপসিস। ধীরে-ধীরে বিকল হয়ে যাচ্ছে সমস্ত অঙ্গ। প্রায় এক মাস যাবতকোমায় আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছেন ওই মহিলা। বাঁচার আশঙ্কা ক্ষীণ। তা-ও শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিতকরা। একটি লাইফ-সেভিং সার্জারিও হয়েছে। প্রায় কাঁচা এই মাছ খেয়েই এমনটা হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু কেন? এই ধরেনের মাছ খেলে কী ক্ষতি হয় শরীরের? জানুন

মূলত তেলাপিয়ার মধ্যে থাকা ঘাতক ব্যাকটেরিয়া ভিব্রিও ভালনিফিকাসই যত নষ্টের গোড়া। আমেরিকায় এই ব্যাকটেরিয়ায় উতাত নতুন নয়। বছরে গড়ে ৮০ হাজার মানুষ এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে পেটের নানা সমস্যার শিকার হন। সমুদ্রের জলই এই ধরনের বাকটেরিয়ার বাসস্থান। মেক্সিকোর সমুদ্রের যেসব স্থান মূলত গরম থাকে, সেখানে এই ব্যাকটেরিয়াদের আনাগোনা বেশি। সামুদ্রিক খাবার খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। বিভিন্ন সুস্বাদু সি ফুডের লোভে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় ভিড় জমান তাঁরা। এছাড়া বাঙালির অন্যতম প্রিয় ডেস্টিনেশন দীঘা, পুরী গেলে সমুদ্রের পাড়ে বসেও দেদার মাছ ভাজা খেয়ে থাকেন ট্যুরিস্টরা। তবে এই মাছই আপনাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর দিকে। কেন এই ধরনের মাছ খেলে ক্ষতি হয়?

পারদ সংক্রমণ:

বর্ষায় সমুদ্রের জলে পারদের মাত্রা বেড়ে যায়। আর এই পারদ প্রবেশ করে মাছের শরীরে। এই মাছ খাওয়ার ফলে শরীরের ক্ষতি হয়। এতে মেজাজের পরিবর্তন হয়, ক্লান্তি আসে ও স্মৃতিশক্তিও হারিয়ে যেতে থাকে।

অ্যালার্জি:

এই ধরনের মাছ খেলে অ্যালার্জির সমস্যাও হতে পারে। বর্ষায় এই সমস্যা আরও চরম আকার ধারণ করে। কারণ বর্ষায় জলে পরজীবীর সংখ্যা বেড়ে যায়, যা মাছের শরীরে বাসা বাঁধে। আর এই মাছ খেলে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ডায়ারিয়া, পেট ব্যথা, বমির মতো সমস্যার সৃষ্টি করে।

জল দূষণ:

বর্ষায় দূষণের মাত্রাও বাড়ে। দূষিত পদার্থ খুব সহজেই মাছের শরীরে প্রবেশ করে। যা পরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে পেটের সংক্রমণ ঘটায়।

বাড়ছে ক্যানসারের ঝুঁকি:

সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই ধরনের মাছ খেলে হাড়ের ক্ষয় হয় ও বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকদের মতে, তেলাপিয়া মাছ খেলে ১০ শতাংশ ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তেলাপিয়া মাছের ৭০ শতাংশই আসে চিন থেকে। গবেষকরা জানিয়েছেন, তেলাপিয়া মাছ শুয়োর, মুরগির দেহাবশেষ খেয়ে বড় হয়, যা থেকে তাদের শরীরে বিষক্রিয়া হয়ে যায়। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

কাবেরী জলবন্টন নিয়ে প্রহ্লাদের সঙ্গে বৈঠক শিবকুমারের, দিল্লি পৌঁছলেন সিদ্দারামাইয়া

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাবেরী জলবন্টন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর সঙ্গে বৈঠক করলেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। মঙ্গলবার রাতে দিল্লিতে এই বৈঠক হয়। ডি কে শিবকুমারের দফতর থেকে বুধবার সকালে জানানো হয়েছে, 'কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার, কর্ণাটকের মন্ত্রী টিবি জয়চন্দ্র, সাংসদ ডি কে সুরেশ, এবং সাংসদ জিসি চন্দ্রশেখর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং মঙ্গলবার রাতে কাবেরী জল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা।' এদিকে, কাবেরী জলবন্টন নিয়ে বিরোধের মধ্যেই মঙ্গলবার গভীর রাতে দিল্লিতে পৌঁছেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তিনিও এ বিষয়ে বৈঠক করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার সকালেই কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার বলেছেন, 'রাজ্যের সমস্ত সাংসদ বৈঠক করছেন...আমরা একসঙ্গে যোগ দেব এবং কর্ণাটকের স্বার্থ রক্ষা করব। আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছেও সাহায্য করার জন্য আবেদন করছি।' আবার বুধবার সকালেই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার কাবেরী নদীর জল বণ্টন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। যেখানে কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্ণাটক সরকারকে তামিলনাড়ুতে ৫ হাজার কিউসেক জল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশে, চম্বাতে মৃদু তীব্রতার কম্পন

শিমলা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। বুধবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ ২.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় চম্বা জেলায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ ২.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় চম্বা জেলায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩২.৫৪ অক্ষাংশ ও ৭৫.৯৯ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ৫ কিলোমিটার গভীরে। জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম থেকে ১৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশের শিমলা থেকে ১৯৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি থেকে ১৮১ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে ছিল উৎসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

'ভারত চাঁদে পৌঁছে গেল; আর পাকিস্তান ভিক্ষা করছে', আক্ষেপের সুর শরিফের কণ্ঠে

লাহোর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "ভারত চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে, জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছে, আর আমার দেশ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিশ্বে ঘুরছে!" এমনই আক্ষেপের সুর শোনা গিয়েছে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএলএন) নেতা নওয়াজ শরিফের কণ্ঠে। লন্ডনে স্বেচ্ছানির্বাসিত শরিফ মঙ্গলবার লাহোরে আয়োজিত দলীয় সভায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন। নিজের বক্তৃতায় শরীফ বলেন, "ভারত চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে, আর আমার দেশ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিশ্বে ঘুরছে!"

পাক সেনার আধিকারিক এবং বিচারপতিদের একাংশকে মূল্যবৃদ্ধি এবং আর্থিক পতনের জন্য দায়ী করেন শরিফ।

তিনি বলেন, "অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল ১০০ কোটি ডলার (প্রায় ৮,৩২৭ কোটি টাকা)।

আজ তা প্রায় ৬০০ কোটি ডলারে (প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা) পৌঁছেছে। আমাদের দেশ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশ ঘুরছে। আর তখন ভারত চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে, বিশ্বনেতাদের জি-২০ সম্মেলনে আপ্যায়ন করছে।' শরিফের প্রশ্ন, 'পাকিস্তান কেন এই সাফল্য অর্জন করতে পারল না?'

নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপে ৬.২ তীব্রতার ভূমিকম্প, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

ওয়েলিংটন, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার সকালে ৬.২ মাত্রার তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয় নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপে। স্থানীয় সময় সকাল ৯.১৪ মিনিট নাগাদ এই কম্পন টের পান প্রায় ১৫ জাহার মানুষ।

ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ক্রাইস্টচার্চের ১২৪ কিলোমিটার পশ্চিমে, মাটির ১১ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও, প্রাণহানি অথবা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। জারি হয়নি সুনামি সতর্কতাও। তবে, কম্পন টের পাওয়া মাত্রই বহু মানুষ আতঙ্কে ঘর-বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ান।

পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত এক ব্যক্তি, চিকিৎসাধীন বেলেঘাটা আইডি-তে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপের মধ্যে এবার পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এক ব্যক্তি। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে বেলেঘাটা আইডি-তে ভর্তি করা হয়েছে। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেলেঘাটা আইডি-তে রেফার করা হয়েছে তাঁকে। নমুনা পাঠানো হচ্ছে পুণের এনআইভি-তে পশ্চিমবঙ্গে এবার নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত এক ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি এখন কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জ্বর-সহ অন্যান্য উপসর্গ রয়েছে তাঁর। আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পুণে-তে পাঠানো হচ্ছে। আপাতত তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। আক্রান্ত ওই ব্যক্তি কেরল ফেরত পরিযায়ী শ্রমিক বলে জানা গিয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে তিরুমালা মন্দিরের কাছে ফের ধরা পড়ল চিতাবাঘ

তিরুপতি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বন দফতরের কর্মীরা বুধবার আরও একটি চিতাবাঘ ধরেছে। অন্ধ্র প্রদেশের তিরুমালার লর্ড নরসিমা স্বামী মন্দিরের কাছ থেকে এই চিতাবাঘটি ধরে বন দফতরের কর্মীরা। 'অপারেশন লেপার্ড' কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পর বনদফতর এটি নিয়ে ৬টি চিতাবাঘকে ধরলো। বন দফতর সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

তিরুমালা তিরুপতি ডিভাসস্থানমসের চেয়ারম্যান ভুমানা কারুনাকারা রেড্ডি বুধবার জানিয়েছেন, টিটিডি এবং বনদফতরের কর্মীরা নরসিমা স্বামী মন্দিরের ভক্তদের সবসময় নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত রয়েছেন।

পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘটি নরসিমা মন্দির এলাকায় যে ফাঁদ পাতা হয়েছিল সেখানে ধরা পড়ে। এই এলাকাতেই গতমাসে ৬ বছরের একটি শিশুকন্যা অকালে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ৬টি চিতাবাঘকে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য তিরুপতির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরা চিড়িয়াখানা পার্কে

বৃষ্টির সৌজন্যে নিম্নমুখী তাপমাত্রা, আপাতত মনোরমই থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। গরম উধাও হয়ে ফিরেছে স্বস্তির আমেজ। আপাতত এমন মনোরমই থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। তবে, কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বুধবারও থাকল স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বে। এদিন তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলের জেলাগুলির কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। উত্তরের বেশ কিছু জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েক দিন। ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় আপাতত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে, আকাশ থাকবে মেঘলা। আগামী তিনদিনে তাপমাত্রা একটু কমবে। ২৩ সেপ্টেম্বরের পর আবার একটু একটু করে বাড়বে তাপমাত্রা, তবে আপাতত তাপমাত্রা বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অসম সমেত উত্তরপূর্বে বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

গুয়াহাটি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসম সমেত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া বিজ্ঞান দফতর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অসমের বেশ কয়েকটি জেলা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য অংশে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

এদিকে, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুরে গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে আজ মঙ্গলবার শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত। গুয়াহাটির বেশ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির জমাজলে যানজটের পাশাপাশি বিপাকে পড়েছে নাগরিককুল।

ভারতের আবহাওয়া বিজ্ঞান দফতরের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ও সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালনের প্রভাবে, পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূলে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সংযুক্ত ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি আগামী দুদিনের মধ্যে উত্তর ওড়িশা এবং দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড জুড়ে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। বিস্তৃত ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়বে অসমেও। তাই অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে ভারতের আবহাওয়া বিজ্ঞান দফতর।

পুলওয়ামায় মাদক পাচারকারীদের তিনতলা বাড়ি বাজেয়াপ্ত পুলিশের

শ্রীনগর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পুলওয়ামায় মাদক পাচারকারীদের তিনতলা বাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এনডিপিএস আইন ১৯৮৫ —এর আওতায় পুলওয়ামা জেলার পুলিশ এক মাদক পাচারকারীর তিনতলা বাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। শুধু তাই নয়, অন্য এক চোরাকারবারীর ব্যক্তিগত গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের এক আধিকারিক বুধবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, পুলওয়ামার নয়না বাটাপোরা গ্রামে মাদক চোরাকারবারী বশির আহমেদ ট্রাম্বুরের একটি তিনতলা বাড়ি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। বাড়িটির মূল্য প্রায় ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। পুলিশ আধিকারিক আরও জানান, তদন্তে তাঁরা জানতে পেরেছেন, চোরাকারবারি বশির আহমেদ ট্রাম্বুর তার সংগ্রহ করা অর্থ দিয়ে এই বিশাল তিনতলা বাড়ি তৈরি করেছে।

পুলওয়ামা থানায় একটি এফআইআরের পরেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তারপরই পুলিশ আসল সত্য জানতে পারে। শুধু তাই নয়, পুলিশ পুলওয়ামার বাসিন্দা মাদক পাচারকারী মহম্মদ ইউসুফ ভাটের ব্যক্তিগত সুইফট ডিজায়ার গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে।

এডিডিএ অফিসে আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে ফরেন্সিক বিভাগ

দুর্গাপুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের (এডিডিএ) অফিসে আগুন লাগার কারণ কী? খতিয়ে দেখতে অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত শুরু করল দুর্গাপুরের ফরেন্সিক বিভাগ। বুধবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। অফিসে সঠিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কিনা, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে এতটা বেগ পেতে কেন হল, খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

সোমবার রাত দুটো নাগাদ হঠাৎই আগুন লাগে দুর্গাপুরের এডিডিএ"র কার্যালয়ের তিনতলায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে দুর্গাপুরের দমকল ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। আগুন দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তেই ডিএসপি, অণ্ডাল বিমানবন্দর, ডিভিসি কর্তৃপক্ষের দমকলের ইঞ্জিন আসে আগুনে নিয়ন্ত্রণে। ঘটনাস্থলে আসেন জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, এডিডিএ"র চেয়ারম্যান ও সিও সহ সমস্ত আধিকার ও কর্মীরা।

মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক তদন্তের জন্য এডিডিএ"র চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ফরেন্সিক বিভাগকে জানান। বুধবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে ফরেন্সিক বিভাগে ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল আসেন। এছাড়াও দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন আছে।

আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ অফিস সূত্রে খবর, জনগণের পরিষেবা দিতে এডিডিএ"র পক্ষ থেকে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়েছে। এডিডিএ"র কার্যালয় চত্বরে ওই ক্যাম্পে এডিডিএ"র আধিকারিক ও কর্মীরা রয়েছেন। এডিডিএ"তে বিভিন্ন কাজে আসা মানুষজনকে তাঁরা প্রাথমিক পরিষেবা ও অনুসন্ধান দিচ্ছেন।

পরিবেশের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব সুরুচি সংঘর পুজোয়

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার সুরুচি সংঘ ক্লাবে এবারের পুজোর "থিমের ক্যাচ লাইন" প্রকাশ ও "কাপড়ের ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার শুরুর" উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল। উপস্থিত ছিলেন সুরুচি সংঘের পুজোর সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস, শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা ও সুরুচি সংঘ ক্লাবের সভাপতি কিংশুক মৈত্র।

এবারের সুরুচি সংঘের পুজোর থিমের ক্যাচ লাইন হল মা তোর একই অঙ্গে এত রূপ। পরিবেশ রক্ষার্থে এ বছর সুরুচি সংঘের পক্ষ থেকে সকলের কাছে প্লাস্টিক বর্জনের আবেদন করে প্রচারের জন্য যথাসম্ভব কাপড়ের ব্যানার/ফ্লেক্স ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যানারের যে কালি ব্যবহার করা হয়েছে তা সীসামুক্ত। স্বরূপ বিশ্বাস অনুষ্ঠানে বলেন, "আসুন,আমরা সবাই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হই।"

ডি.ইএল.ইডি-তে ভর্তির নিয়ম বদল হচ্ছে, হাইকোর্টে জানাল পর্ষদ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে নতুন পদক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। এ বছর থেকেই রাজ্যের সব ডিপ্লোমাইন এলিমেন্টারি এডুকেশন (ডি.ইএল.ইডি) কলেজে বন্ধ করে দেওয়া হবে অফলাইন অ্যাডমিশন। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাদের তরফে জানানো হয়েছে রাজ্যে ৪৪ টি সরকারি এবং প্রায় ৬০০-র বেসরকারি ডি.ইএল.ইডি কলেজে কোনও অফলাইন অ্যাডমিশন হবে না। বুধবার হাইকোর্টে পর্ষদ আরও জানিয়েছে, মেধাতালিকাও অনলাইনে প্রকাশ করা হবে। দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে শিক্ষা মহলের একাংশ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতিতে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে শাসকদলের একাধিক নেতামন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে ইডি-সিবিআই-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রক্তন সভাপতি ও তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ভাবমূর্তি নিয়ে জনমানসে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। এই অবস্থায় ভাবমূর্তি ফেরাতে নড়েচড়ে বসল পর্ষদ।

আপনারা মহাকাশ সেক্টরকে গোপনীয়তার আড়ালে রেখেছিলেন, জয় রামকে উত্তর জিতেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশকে উত্তর দিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, 'আপনারা মহাকাশ সেক্টরকে গোপনীয়তার আড়ালে রেখেছিলেন।' বুধবার রাজ্যসভায় জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, 'আমাদের চন্দ্রযানের জন্য খরচ হয়েছে মাত্র ৬০০ কোটি টাকা। যেখানে চন্দ্র অভিযান যা সফল প্রমাণিত হয়নি, তার জন্য খরচ হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। আমাদের বিজ্ঞানীরা বিশাল আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করেছেন, যা প্রশংসনীয়।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং আরও বলেছেন, 'আমাকে দেশের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে অভিনন্দন

আবর্জনা ফেলা নিয়ে অশান্তি কসবায়; চলল গুলি, উত্তেজনা বৈকুণ্ঠপুরে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আবর্জনা ফেলা নিয়ে অশান্তি, বচসা, এরপর রাগের বশে স্থানীয়দের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল কলকাতার কসবায়। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ কসবা এলাকার বৈকুণ্ঠপুরে ঘটেছে ঘটনাটি। অভিযোগ, রাস্তার ওপর নিয়মিত নোংরা ফেলেন স্থানীয় এক ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। তা নিয়ে প্রতিবাদ করলে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের লক্ষ্য করে পর পর দু'বার গুলি চালান তিনি। গুলির আঘাতে কেউ আহত হননি বলেও স্থানীয়দের দাবি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। বুধবার সকাল পর্যন্ত ওই ফ্ল্যাটটি পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়েরা। বাসিন্দার কাছে বন্দুক কী ভাবে এল, বন্দুকের উপযুক্ত লাইসেন্স রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

চেন্নাইতে টিএনইবি ও টিএএনজিইডিও-র দফতরে হানা আয়কর বিভাগের

চেন্নাই, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স): আয়কর বিভাগ চেন্নাইতে অভিযান চালাচ্ছে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। তামিলনাড়ু ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং তামিলনাড়ু জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশনের ঠিকাদার এবং সরবরাহকারী সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি জায়গায় আইটি বুধবার সকাল থেকে অভিযান শুরু করেছে।

টিএনইবি ও টিএএনজিইডিও-র বেশ কয়েকজন আধিকারিকও আয়কর দফতরের নজরে রয়েছে। সেই সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতেই আয়কর বিভাগের এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুযোগের সমতা বৃদ্ধি করবে : মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিলটি মহিলাদের মর্যাদা বাড়াবে, একইসঙ্গে সুযোগের সমতাও বৃদ্ধি করবে। বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি বলেছেন, 'নারীরা প্রতিনিধিত্ব পাবে। চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে।' বুধবার লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি মহিলা সংরক্ষণ বিল বিবেচনা এবং লোকসভায় পাসের জন্য উত্থাপন করেন।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী মেঘওয়াল বলেছেন, 'এই বিলটি নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং সুযোগের ক্ষেত্রেও সমতা আনবে।' কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এটি একটি সংবিধান সংশোধনী বিল এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল।

চিঠি লিখে ওড়না পেঁচিয়ে 'আত্মহত্যা' বুনিয়াদপুরের স্কুলছাত্রীর

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওড়না জড়িয়ে একটি মেয়েকে বুনিয়াদপুরে তার ঘরে ঝুলতে দেখেন মা দিলরুবা বেওয়া। তাঁর চিৎকার চেঁচামেচিতে স্থানীয়েরা ছুটে আসেন। ঘরের দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় ছাত্রীকে। কিন্তু তত ক্ষণে সে মারা গিয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তারা ছাত্রীকে উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানান, অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে তরুণীর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মৃতা একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ডায়েরির পাতায় এক লাইন লিখেছিল "রবিউল তোকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। ১৯-৯-২৩।" পড়ার ঘরেই গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় উদ্ধার হল তার দেহ। ঘটনা। পুলিশের অনুমান, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছে ওই ছাত্রী।

পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, দিন পনেরো আগে বুনিয়াদপুর পুরসভার কোটমোড় এলাকার একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকছিলেন মা-মেয়ে। ছাত্রীর মা দিলরুবা বেওয়া পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালান। তাঁদের আদতে বাড়ি বংশীহারির বলিপুকুর এলাকায়। কাজের সুবিধার জন্য মেয়েকে নিয়ে বুনিয়াদপুর শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন তিনি। সেই ভাড়াবাড়িতে আত্মঘাতী হয়েছে মেয়ে।

দিলরুবা জানাচ্ছেন, মঙ্গলবার বিকালে তিনি কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফেরেন। মেয়েকে ডেকেও কোনও সাড়াশব্দ পাননি। মেয়ে যেখানে পড়াশোনা করত সেখানে উঁকি দিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে মায়ের। দেখেন গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে মেয়ে ঝুলছে।

মৃতার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। তবে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বুনিয়াদপুর পুরসভার ঝাড়পুকুর এলাকার রবিউল ইসলাম নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল স্কুলছাত্রীর। পরিবারের দাবি, ওই যুবকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মেয়ের। তরুণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল।

প্রেমিককে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল সে। কিন্তু ওই যুবক বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। এই কারণেই মেয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে দাবি করেছেন মা। মেয়ের মৃত্যুর জন্য তিনি ওই যুবকের সঙ্গে তাঁর বাবা-মাকে দায়ী করে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন।

ঘাটালের পঞ্চায়েতে উপসমিতি গঠনে উত্তেজনা, পরিস্থিতি সামলাতে র‍্যাফ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠনকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটেলের ইড়পালা গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ, গ্রাম প্রধান-সহ বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যদের ব্যাপক মারধর করেছেন তৃণমূলের লোকজন। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে গন্ডগোল পাকানো এবং উপসমিতি গঠনের প্রক্রিয়া বানচাল করার অভিযোগ তুলল তৃণমূল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ।

বুধবার ছিল ইড়পালা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতি গঠন। আর সেখানেই বাধে যত গন্ডগোল। একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগে শুরু হয় মারামারি। এমনকি, পুলিশ বাহিনী এসেও উত্তেজনা প্রশমন করতে বেগ পায়। নামাতে হয় র‍্যাফ। ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের অভিযোগ, "আমাদের পঞ্চায়েত প্রধানকে মেরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন তিনি। পুলিশের গাড়িতে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তৃণমূল চায় গুন্ডামি করে উপসমিতি গঠন করতে। তবে গন্ডগোলের জন্য প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গিয়েছে।"

বিধায়কের সংযোজন, "গুন্ডামি করলে আমরাও পিছিয়ে নেই। বুঝিয়ে দেব ঠিক সময়ে। তৃণমূলের কাছে আবেদন, সঠিক পদ্ধতিতে উপসমিতিতে গঠন করা হোক।" অন্য দিকে, পঞ্চায়েত প্রধান 'নাটক' করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। ঘাটাল ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ মাজি বলেন, "বিজেপি যে প্রশাসন মানে না তার চরম উদাহরণ এটা। আমরা চাই যে কোনও মূল্যে আজই উপসমিতি গঠন করতে হবে। আমরা বিডিওকে বলছি। কোনও মতে আজ উপসমিতি গঠন বানচাল করতে দেওয়া যাবে না।"

বিজেপির অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাসন্তী পোড়ে-সহ বেশ কয়েক জন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁদের ঘাটাল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে পাল্টা গন্ডগোল পাকানো এবং কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

২৪শে চালু হতে চলেছে পটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং বাংলার রেলযাত্রীদের জন্য সুখবর। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হতে চলেছে পটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস । এমনটাই জানিয়েছেন পূর্ব-মধ্য রেল আধিকারিকরা।

বুধবার রেল সূত্রে জানা, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে পটনায় ফ্ল্যাগ অফ করা হবে। এরপরেই সেটি পাটনা থেকে হাওড়ার উদ্দেশে যাত্রা করবে। এই ট্রেন চালু হলে বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই ট্রায়াল রান চালানো হয়েছিল পটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের। পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত ট্রেনের প্রথম ট্রায়াল রান পরিচালিত হয়েছিল ৫ অগস্ট এবং দ্বিতীয়টি ১২ অগস্ট। পূর্ব-মধ্য রেলওয়ের মুখপাত্র তখন বলেছিলেন যে, পটনা-হাওড়া রেললাইনে ট্রায়াল রানে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি ৫৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব প্রায় ৬ ঘন্টা ৩০ মিনিটে শেষ করেছে। জানা গিয়েছে, এটি বিহার থেকে চালু দ্বিতীয় পটনা-হাওড়া বন্দে ভারত ট্রেন হবে । এর আগে চলতি বছরেরই ২৭ জুন পটনা-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হয়েছে।

গভীর রাতে ঘরে ঢুকে বাচ্চা চুরির চেষ্টা, সন্তানকে বাঁচালেন মা-বাবা

জলপাইগুড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গভীর রাতে ঘরে সিঁধ কেটে মা-বাবার পাশ থেকেই ঘুমন্ত একটি বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার ধান্দা ব্যর্থ হল। অপহরণকারীদের সঙ্গে লড়াই করে শিশুকে উদ্ধার করলেন বাবা-মায়ের। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরের বেড়া ভেঙে ঘরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। সেই সময় মশারির ভিতর থেকেই চুপিসারে বাচ্চাটিকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল তারা। তবে টের পেয়ে যান মা দিপালী। টেনে ধরে শিশুর হাত। এরপর সটাং লাথি মারে দুষ্কৃতীকে। জেগে যান বাবা বরুণ দাস। মশারির ভিতর থেকে দুষ্কৃতীর মাথা টেনে ধরেন তিনি। এরপরই কোনও রকমে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

বরুণ দাস বলেন, "রাত আনুমানিক তিনটে নাগাদ যখন আমরা সকলে গভীর ঘুমে ছিলাম। ঠিক সেই সময় মাটির ঘরের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢোকে ওরা। আমাদের বাচ্চাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওর চিৎকারের আওয়াজ শুনে টের পেয়ে যায় ওর মা।" এ দিকে, বরুণ ও দিপালীর চিৎকারে আশেপাশের প্রতিবেশীরাও ছুটে আসে। অন্ধকারের মধ্যে দু জনকে পালিয়ে যেতে দেখেন তাঁরা। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

সায়গলের জামিনের আবেদন খারিজ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গোরুপাচার মামলায় বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জেলবন্দি তৃণমূল নেতার দেহরক্ষীর জামিন আবেদন খারিজ করলেন। এদিন আদালতে সায়গলের জামিন মামলার শুনানি হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি জানিয়েছেন, গোরু পাচারের মূল মামলা দিল্লিতে। তাই কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলা কোনওভাবেই শুনতে পারে না। এরপরই সায়গলের জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। গোরু পাচারকাণ্ডে গ্রেফতারির পর জামিনের আবেদন করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অনুব্রত ঘনিষ্ঠ সায়গল। কিন্তু ফের তা খারিজ করে দিল আদালত।

৯ জুন কলকাতা নিজাম প্যালেসে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর অনুব্রতর দেহরক্ষী সায়গলকে গ্রেফতার করে সিবিআই। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির কারণে গ্রেফতার করা হয়। তৃণমূল নেতার দেহরক্ষীকে গোরু পাচারকারী ও প্রভাবশালীদের মধ্যেকার "মিডলম্যান" বলে দাবি করে তদন্তকারী সংস্থা। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সায়গলের আরও সম্পত্তির হদিশ মিলেছে বলে আদালতে জানায় সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থা দাবি করে সায়গলের মা ও স্ত্রীয়ের মানে ১ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে।

আড়াই বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার ট্রাকচালক

দার্জিলিং, ২০ সেপ্টেম্বর (হি স)। এক শিশুকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে পালায় ট্রাক চালক। অভিযুক্ত ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর মৌলানীজোত ট্রাক টার্মিনাসে। ওই টার্মিনাসে অল ইন্ডিয়া পারমিটের ট্রাক পার্কিং করা থাকে।টার্মিনাসের পাশে এই নির্মম ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত সুবল মণ্ডল নামে এক ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত ট্রাকচালক বর্ধমানের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। অন্যদিকে, নির্যাতিতা ওই শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত দায়ের করেছে নির্যাতিরার পরিবার।এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলা পুলিশের ডিএসপি (গ্রামীণ) অচিন্ত্য গুপ্ত বলেন, 'ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'জানা গিয়েছে, ট্রাক টার্মিনাসে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। ফলে অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে ভিড় ছি। টার্মিনাসের পাশে থাকা এক শ্রমিক পরিবারের বাস। ওই দম্পতির আড়াই বছরের শিশু কন্যাকে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্ত ট্রাক চালক। এরপর তাকে ধর্ষণ করে সেখানেই ফেলে দিয়ে যায়।রাতে মেয়েকে না-পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দম্পতি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

শ্লীলতাহানি

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত জয়দেব ধারালো অস্ত্র সহ রনমূর্তি ধারণ করে, হাতে লোহার রড, দা, কুড়াল নিয়ে দলবেঁধে সহদেব, লক্ষণ, সঞ্জয়, অনিলকে নিয়ে হামলে পড়ে পরিবারের লোকজনদের উপর, তান্ডব চালায় দোকানের উপর, ঝুমার ভাই দুখিরাম বাধা দিতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয় ওদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ,ভর্তি করা হয় বড়পাথরি প্রাথমিক হাসপাতালে, সেখান থেকে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রেফার করা হয় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছে ঝুমার ভাই দুখিরাম , জানায় ঝুমা। আসলে স্বামী পরিত্যক্তয়া ঝুমাকে উত্তক্ত করা, তার শ্লীলতাহানি এগুলোই ছিলো জয়দেবের এক মাত্র লক্ষ্য, এখন দেখার বিষয় হল এই যে ঘটনাটা ঘটলো ঝুমা ও তার পরিবারের সাথে সেটার কি সুবিচার পাবে ওরা, নাকি বিচারের বানী নিভৃতে কাঁদবে, সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই, ঝুমার পরিবার সুবিচার পায় কিনা। তবে পি আর বাড়ি থানায় মামলা হয় বলে জানা যায়।

আটক এক

● প্রথম পাতার পর

পেয়েই সাথে সাথে উত্তর জেলা পুলিশ আসাম পুলিশের সাথে, মেঘালয় পুলিশের সাথে এবং মেঘালয়ে কর্তব্যরত ১৭২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফের এর সাথে যোগাযোগ করে। ফলস্বরূপ বিএসএফ বাইকটি সহ আল কিবরিয়া নামে ২১ বছরের এক যুবককে গ্রেফতার করে উমকিয়াঙ পুলিশ পেট্রোল পোস্টে তুলে দেয়। এই পুলিশ পেট্রোল পোস্টটি পূর্ব জয়ন্তিয়া হিল মেঘালয়ে অবস্থিত। আটককৃত আল কিবরিয়ার বাড়ি মইনআলা থানা, পাথরকান্দি, আসামের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ সুপার আরো জানিয়েছেন সিসি ক্যামেরা তে সে যে বাইক চুরি করেছিল তার ছবি আগেই উত্তর জেলা পুলিশের কাছে ছিল। এখন বিএসএফ ধরিয়ে দেওয়ার পর তা মিলে যায়। শুধুমাত্র তাই নয় কিছুদিন আগে ইন্দ্রজিৎ শিলের যে বাইকটি চুরি হয়েছিল তাও তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এদিকে ঘৃত চোর জানায় হেলাল উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে চুরি যাওয়া অন্যান্য বাইক ও তার সাথীদের হদিশ মিলবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে পুলিশ। এদিকে ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিমবঙ্গে ৩,৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ

ঢাকা, সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উৎসবের মরসুমে বাঙালির পাতে পড়বে বাংলাদেশের ইলিশ। কারণ, দুর্গাপুজো উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ৩,৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রতিবেশী দেশ পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ রফতানির জন্য ৭৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিয়েছে। যদিও ইলিশ রফতানির অনুমোদন চেয়ে ১০০-রও বেশি সংস্থা আবেদন করেছিল। অনুমোদিত সংস্থাগুলির প্রতিটিকে ৫০ টন করে ইলিশ রফতানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই পেট্রাপোলে সীমান্তে চলে আসছে অনুমোদিত কয়েক টন ইলিশ।এ নিয়ে 'ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক আনোয়ার মাকসুদ বলেন, "আমরা বাংলাদেশ সরকারের তরফে ৩, ৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির অনুমতি পেয়েছি। বৃহস্পতিবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবে বাংলাদেশের ইলিশ। ৩০ অক্টোবরের মধ্যে রফতানিকৃত ইলিশ চলে আসবে এ রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গের বাজারে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বাংলাদেশি ইলিশ পাওয়া যাবে।"

তিনি জানান, শনিবার থেকে পাইকারি বাজারে ঢুকে পড়তে পারে বাংলাদেশি ইলিশ। দাম কি মধ্যেবিত্তের নাগালে থাকবে? মাকসুদ জানাচ্ছেন, থাকবে। তাঁর কথায়, "শুরুর দিকে দাম হয়তো একটু বেশি থাকবে। ১ কেজি ইলিশ পাইকারি বাজারে ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে। ৭০০ গ্রামের ইলিশগুলো ৭০০-৮০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হবে। নভেম্বরের ১০ তারিখ পর্যন্ত এই ইলিশ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে পাওয়া যাবে।"উল্লেখ্য, ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে ইলিশ রফতানি বন্ধ ছিল। ২০১৯ সাল থেকে পুনরায় রফতানি শুরু হয়। ২০২০ সালে দুর্গাপুজোর আগে ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ আমদানি হয়। ২০২০ সালে আমদানি হয় ১, ৮৫০ মেট্রিক টন। ২০২১ সালে ৪,৬০০ মেট্রিক টন ইলিশের রফতানিতে অনুমতি দিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে হাতে পাওয়া যায় ১,২০০ মেট্রিক টন মতো। একই ভাবে ২০২২ সালে ২,৯০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত ইলিশ রফতানির কথা জানায় বাংলাদেশ। রাজ্যে শেষ পর্যন্ত ১,৩০০ মেট্রিক টন ইলিশ ঢোকে।

অস্ত্র কারখানার হদিস জয়নগরে

বারুইপুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অস্ত্র কারখানার হদিস দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে। গ্রেফতার এক। ধৃতের নাম রহমতুল্লা শেখ।উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। ধৃত দীর্ঘদিন ধরেই আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার সাথে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেবে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, জয়নগর থানা ও বকুলতলা থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। মুলত ক্রেতা সেজে যোগাযোগ করা হয় অস্ত্র ব্যবসায়ীর সাথে। নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মঙ্গলবার বিকেলে অস্ত্র ডেলিভারি করার কথা ছিল। জয়নগরের ময়দা এলাকায় একটি নার্সিংহোম এর সামনে। সন্ধে ৬টা টাইম দেওয়া হয়। প্রায় দেড় ঘন্টা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হয়। পুলিশ কর্মীরা বাইক ও অটোতে ছিল। বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার পর ময়দা এলাকা থেকেই অভিযুক্তকে ধরা হয়। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানা এলাকার কাশীপুর কামারিয়া এলাকায়। মুলত নির্জন এলাকায় দু কামরার ঘর ও সামনে চালা থাকা বাড়িতে চলছিল অস্ত্র তৈরির কারবার। বাড়ির পেছনেই রয়েছে পুকুর। যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। পুকুরের ভিতরেও আর্মস লুকানো ছিল। সেখান থেকেও আর্মস উদ্ধার করে পুলিশ। বাড়িতে অভিযুক্ত তার স্ত্রী ও ছেলে থাকত। ধৃত বড় আর্মস ডিলার বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র তৈরি করার পালিশ মেশিন, ড্রিল মেশিন, ডাইস, ফাইল, করাত, হ্যাক্সো, বাটালি, হাতুড়ি, লোহার পাত, পাইপ উদ্ধার হয়েছে। ৮টি ওয়ান সাটার, ২ টো লং রাইফেল উদ্ধার হয়েছে।

চিট ফাণ্ড বঞ্চিতদের 'সারা বাংলা দাবী দিবস' পালন

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার 'অল বেঙ্গল চিট ফাণ্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর ডাকে ৫ দফা দাবিতে 'সারা বাংলা দাবী দিবস' পালিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই ১০১ টি ব্লকে অবস্থান ও ৯১ টি ব্লকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী জানান, "আমাদের দাবি (১) সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো নিরপরাধ এজেন্টদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। (২) রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৯ সালের প্রতিশ্রুতি মতো চিটফান্ড কেলেংকারী তে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরতের দিন ঘোষণা করে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। (এখানে উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পপতি ও কর্পোরেটদের গত ১০ বছরে ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারি কর মকুব করেছেন সর্বমোট ২৭ লাখ কোটি টাকা)(৩) রাজ্য সরকারের কাছে গচ্ছিত ২০১৩ সালে বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০০ কোটি টাকা সারদা কোম্পানির একটা অংশের আমানতকারী ফেরত পেয়েছেন। ২০১৯ সালের ২৬ শে জুন মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় বলেছিলেন আমি ৩০০ কোটি টাকা ফেরত দিয়েছি আর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। সরকারের কোষাগারে ২০০ কোটি টাকা রয়েছে। সরকার (মেলা,খেলা,নানা উৎসব, ইমাম ও পুরোহিত ভাতা, জনপ্রতিনিধিদের অকল্পনীয় বেতন বৃদ্ধি করে) শত শত কোটি টাকা ব্যায় করছেন। লাখ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য কোনও দায়বদ্ধতা দেখাচ্ছেন না। অবিলম্বে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা বরাদ্দ করে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।(৪) ২০১৪ সালে স্বাধীনতার পরে সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সি বি আই /ইডি তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্তের পরিনতি কি হয়েছে তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। (এ রাজ্যের চাকরিতে চরম দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত সংস্থার তদন্ত নিয়ে চরম হতাশা,রহস্য জনক মন্তব্য করেছেন হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি গন)(৫) সারা রাজ্যে ও দেশে আবার নতুন করে চিটফান্ড কোম্পানি গুলো নতুন নামে,ও পরিকল্পনায়, নানা আকর্ষনীয় প্রকল্পের প্রলোভন দেখিয়ে রাজ্যের ও দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে টাকা লুঠ করছে। উভয় সরকার কে অবিলম্বে এই লুঠ বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঝুমুর লোকশিল্পীদের প্রশিক্ষণ শিবির বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২০সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাঁকুড়া জেলার ঝুমুর লোকশিল্পীদের তিনদিনের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার এডোয়ার্ড সভাগৃহে প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে র আয়োজন করা হয়।জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার পৌরপ্রধান অলকাসেন মজুমদার, অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রলয় রায় চৌধুরী, মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার ভক্ত, তথ্য আধিকারিক গনেশ হাঁসদা প্রমুখ।শিবিরে জেলার৫০জন শিল্পীকে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক গনেশ হাঁসদা জানান শিবিরে অংশগ্রহণ কারী শিল্পীদের দ্বারা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।শিবিরের মাধ্যমে নতুন গান রচনা, তার সুরারোপ, পরিবেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।প্রশিক্ষক সরোজ রায় জানান ঝুমুর একটি প্রাচীন লোক শিল্প।এর অনেক ধারা রয়েছে।সে সব সম্বন্ধে শিল্পীদের প্রশিক্ষিত করে নতুন গান রচনায় ও সুরারোপে আলোকপাত করা হবে, যার ফলে সরকারি প্রকল্প প্রচারের সরকারি চিন্তা ধারা ফলপ্রসু হবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

● প্রথম পাতার পর

এই দুষ্কৃতীরা হল শাসকদল বিজেপি এবং তাদের অঙ্গ সংগঠন আইপিএফটি। তাদের ষড়যন্ত্রে সাংবাদিক শান্তনু খুন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি ছিল শান্তনু হত্যার পেছনে দোষীদের শাস্তি ব্যবস্থা করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ হয়নি। অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন মানিক দে।

তোলা না দেওয়ায় বিরাটিতে নির্মীয়মাণ বহুতলে দুষ্কৃতীর তাণ্ডব-লুঠ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি স)। বিরাটিতে নির্মীয়মাণ বহুতলে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। নির্মাণ শ্রমিকদের হুমকি, অস্থায়ী ঘর, সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর। তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছেন প্রোমোটার। নির্মীয়মাণ বহুতলে হামলার পাশাপাশি নগদ ৯৮ হজার টাকা লুঠেরও অভিযোগ তোলা হয়েছে।বিরাটির এমবি রোডের ধারে নির্মীয়মাণ এই বহুতল। সাত বছর আগে এই বহুতল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। অভিযোগ, এখানকার তৃণমূল নেতা স্বপন হালদার অর্থাৎ বর্তমানে উত্তর দমদম পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শেলি হালদারের স্বামীর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে তোলা ।ওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তোলা না পাওয়ায় এনিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে গন্ডগোল চলছিল। এর পরেও বছর দু''য়েক আগে এই বহুতলের কাজ শুরু হয়।প্রোমোটারের অভিযোগ, গতকাল রাতে ছয়-সাতজন দুষ্কৃতী এসে নির্মীণমাণ বহুতলের অফিসঘর ভাঙচুর করে। বেশ কয়েকটি সিসি টিভি ছিল তা ভাঙচুর করে এবং সিসি টিভির হার্ডডিস্ক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু নগদ টাকা ছিল। তাও লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মর্মে ওই প্রোমোটার নিমতা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।প্রোমোটার রাহুল বাড়ুই তাঁর অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, বিরাটি সিদ্ধেশ্বরী বাজার এমবি রোডের ধারে এই নির্মীয়মাণ বহুতল। সেখানে গতকাল সন্ধেয় ছয় জন দুষ্কৃতী আসে। তারা তৃণমূল নেতা তথা উত্তর দমদম পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী স্বপন হালদারের লোকজন এসে নির্মাণ শ্রমিকদের হুমকি দেয়। ভাঙচুরের পাশাপাশি শ্রমিকদের টাকা মেটানোর জন্য সেই অফিসে ৯৮ হাজার টাকা নগদ মজুত ছিল, তাও লুঠ করা হয়েছে।অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এই নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রোমোটারের সঙ্গে স্থানীয় ওই তৃণমূল নেতার গন্ডগোল চলছে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ক্যামেরার সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কিন্তু, খোদ দলীয় কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে তোলা চাওয়ার অভিযোগ, পাশাপাশি নির্মীয়মাণ বহুতলে ভাঙচুরের ঘটনায় অস্বস্তিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

আদালতের ঘোষণায় 'রেল রোকো' আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা কুড়মিদের

পুরুলিয়া, ২০ সেপ্টেম্বর (হি স)। আবার এক দফা রেল এবং সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছিল কুড়মিরা। কিন্তু মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্ট এই আন্দোলনকে 'বেআইনি' ঘোষণা করতেই আন্দোলের পথ থেকে সরে এলেন তাঁর। এক জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি শিবজ্ঞানমের বেঞ্চের ঘোষণার পর অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের মূল মান্তা অজিতপ্রসাদ মাহাতো।বুধবার থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলি এবং পুরুলিয়ার কুস্তাউরে যে রেল এবং সড়ক অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তা আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে বলে জানালেন কুড়মি নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতো।কুড়মিদের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করার দাবিতে আগে একাধিক বার আন্দোলনের পথে গিয়েছে কুড়মি সম্প্রদায়। এই অবরোধের জেরে দূর পাল্লা এবং লোকাল ট্রেন বাতিল হয়েছে। সড়কপথেও যাতায়াত করতে পারেননি যাত্রীরা।বুধবার আবার আন্দোলন ঘোষণা হওয়ার পর, এ নিয়ে মামলা হয় হাই কোর্টে। মঙ্গলবার হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ এই কর্মসূচিকে বেআইনি ঘোষণা করে। অবরোধ মোকাবিলায় প্রয়োজনে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়ার কথা বলে আদালত।মঙ্গলবার এ নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ, সাধারণ মানুষের সমস্যা করে দিনের পর দিন এ ভাবে গণপরিবহণ আটকে রাখা যায় না। এই কর্মসূচি জনস্বার্থ বিরোধী। আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলতেই পারেন। কিন্তু এ ভাবে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে ফেলতে পারেন না। এই কর্মসূচি মোকাবিলায় রাজ্যকে আগে থেকে বাহিনী প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয় আদালত।

দুর্গাপুরে জতুগৃহ আরও দুই প্রশাসনিক ভবন, মুখ থুবড়ে অগ্নিনির্বাপন ব্যাবস্থা

দুর্গাপুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? এডিডিএ ভবন পুড়তেই ফায়ার অডিটের তোড়জোড় শুরু করল দুর্গাপুর দ্বীতিয় প্রশাসনিক ভবন তথা আদালত ভবনের। একইরকমভাবে ওই ভবনের অগ্নিনির্বাপক কোন ব্যাবস্থাই নেই। শুধু তাই নয়, ভবনটির জরাজীর্ন দশায় আতঙ্কিত আদালতের উকিলবাবুরা।প্রসঙ্গত, সোমবার গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে খাক দুর্গাপুরের আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ ভবন (এডিডিএ)। বিধ্বংসী ওই অগিকান্ডে শোরগোল পড়ছে গোটা শিল্পশহরজুড়ে। তেমনই বিস্তর রহস্যের দানা বেঁধেছে। আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করল এডিডিএ ভবনের গোটা তৃতীয়তল। পুড়ে খাক পর্ষদের ভুমি, পরিকল্পনা ও সিস্টেম বিভাগ। দমকলের ১২ টি ইঞ্জিন প্রায় ৮ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। ওই ঘটনার পর শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারে আরও দুই প্রশাসনিক ভবনের অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যার একটি আদালত ভবন অর্থাৎ মহকুমাশাসকের কার্য্যালয়। যেটি প্রশাসনিক ভবন-২ ও অপরটি এডিডিএ বিল্ডিংয়ের সামনে প্রশাসনিক ভবন-৩। সবক''টি প্রশাসনিক ভবনই এডিডিএ র।এছাড়াও চারতলার ওই আদালত বিল্ডিংয়ে রয়েছে অতিরিক্ত পরিবহন দফতর, ট্রেজারি, ডাকঘরের মত গুরুত্বপুর্ন অফিস। আদলতের নতুন ভবন নির্মানের কাজ প্রায় শেষ। পুরোনো ভবনে ৯ টি বিভাগ চলে। স্বাভাবিক ভাবে প্রচুর জনসমাগম হয়। জানা গেছে, আদালতের ১১০০ নথীভুক্ত আইনজীবি রয়েছে। এছাড়াও ল-ক্লার্ক ও অন্যান্য কর্মী রয়েছে। দৈনিক হাজার ৩-৪ হাজার লোক যাওয়া আসা করেন।সত্তরের দশকে তৈরী হওয়া ওই বিল্ডিংটি বর্তমানে জরাজীর্ন অবস্থায়। খসে পড়ছে কংক্রিটের চাঙড়। দেওয়াল বেয়ে উঠছে আগাছার জঙ্গল। বিল্ডিংয়ে ভাঙাচোরা দাহ্য সামগ্রীর পাহাড় হয়ে রয়েছে। এককথায় জতুগৃহে পরিনত হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিল্ডিং অগ্নিনির্বাপন কোন ব্যাবস্থা নেই। দুর্গাপুর বার অ্যাশোসিয়েশনের সম্পাদক অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন,' বিল্ডিংয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। আগুন লাগলে ক্ষয়ক্ষতি হবে। মামলার রেকর্ড হয়তো সবই পুড়ে নষ্ট হবে। আমরা জানিয়েছি নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ দ্রুত শেষ করে সেখানে স্থানান্তরিত করার জন্য।' একইরকম অবস্থা প্রশাসনিক ভবন-৩। যেখানে অতিরিক্ত শ্রম দফতর, আঞ্চলিক বিদ্যুত দফতর, মহকুমা ভুমি রাজস্ব দফতর, অতিরিক্ত জেলা শিক্ষা দফতর, পর্যটন দফতর ছাড়াও নিচের তলায় ব্যাবসায়িক একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একইরকমভাবে বিল্ডিংটিতে অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা তথৈবচে। আশপাশে তেমন জলের রিজারভারও নেই। আর তাতেই উঠছে প্রশ্ন। যেসমস্ত সরকারি অফিস থেকে সাধারন মানুষের পরিষেবা গুরুত্বপুর্ন নথী মজুত থাকে। সেরকম বিল্ডিংয়ের অগ্নিনির্বাক ব্যাবস্থা মুখ থুবড়ে। প্রশ্ন, এরকম প্রশাসনিক ভাবনে দিনদুপুরে অগ্নিকান্ডের মত বিপর্য্যয় ঘটলে প্রাণহানিরও আশঙ্কা থেকে যায়।দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই জানান,' সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় রাজ্য সরকার সম্পুর্ন ব্যার্থ। সিন্ডিকেট, কাটমানিতে ব্যাস্ত। রাজ্য সরকারের সব দফতরই দুর্নীতির আতুড়ঘরে পরিনত হয়েছে। ই-অফিস তৈরীতে গাফিলাতি রয়েছে।' প্রশ্ন, এধরনের বিল্ডিংয়ের ফায়ার সেফটি মনিটারিংয়ের দায়িত্ব দমকল বিভাগের। দুর্গাপুর দমকল ওসি সৌভিক চট্টোপাধ্যায় বলেন,' রুটিন ফায়ার অডিট হয়। নোটিশও করা হয়। প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা রাখার জন্য বলা হয়।' দমকল সূত্রে জানা গেছে, বহুতল আবাসনে আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার। প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পর্যাপ্ত রাস্তা। অগ্নিনির্বাক ব্যাবস্থা মজুত রাখা। এয়ার টাইট ঘর হলে, স্প্রিংলার অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা রাখা জরুরী।বহুতল আবাসন কিম্বা যেকোন কমার্শিয়াল কিম্বা যেকোন বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা যথাযথ না থাকলে আন্ডার সেকশন ৩৫ ধারায় মামলা দায়ের হয়। ব্যাবসায়িক লাইসেন্স বাতিল করা হয়। এমনকি ওই বিল্ডিং বন্ধ করা হয়। ফায়ার সেফটির ঘাটতি ধরা পড়লে ৫ বছর পর্যন্ত হাজতবাসও হতে পারে। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন," আদালত ভবন নতুন নির্মানের কাজ প্রায় শেষের মুখে। পুরোনো বিল্ডিং ড্যামেজ হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই নতুন ভাবনে সব স্থানান্তরিত হবে।' দুর্গাপুর মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় বলেন,'দ্রুত ফায়ার সেফটি অডিট করানো হবে। নতুন বিল্ডিং তৈরী হয়ে গেছে। সেখানে অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা পর্যাপ্ত রাখা হয়েছে। আদালত ও প্রশাসনিক অফিস খুব তাড়াতাড়ি নতুন বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত করা হবে।'

নিয়োগ মামলায় সিবিআই অধিকর্তার রিপোর্ট তলব বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (ওএমআর শিট) সিবিআই ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট তলব করলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।তাঁর নির্দেশ, আগামী ৪ অক্টোবর সিবিআই ডিরেক্টর প্রবীণকুমার সুদকে রিপোর্ট দিতে হবে। ওই দিন দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে শুনানিতে হাজিরা দিতে হবে। তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে রিপোর্ট দেবেন সিবিআই ডিরেক্টর।প্রাথমিকের ওএমআর শিট সংক্রান্ত এই মামলায় মামলাকারীর নাম শান্তনু শিট। তাঁর আইনজীবী দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় আদালতে জানান, ওএমআর শিটের 'ডিজিটাইসড ডেটা'য় অনেক ভুল রয়েছে। প্রশ্ন-উত্তরের অনেক বিকল্পও ভুল রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তা হলে পর্যদ আদালতে যে তথ্য দিচ্ছে, তা বিশ্বাসযোগ্য হবে কী করে, সেই প্রশ্ন তোলেন মামলাকারীর আইনজীবী।বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, গত বছর ২৭ সেপ্টেম্বর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক বছর হতে চলল, সিবিআই এখনও কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে পারেনি। সত্য সামনে আনতে তাদের অনীহা চোখে পড়েছে। তাই সিবিআই ডিরেক্টরকে আদালতের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "আপনাদের কাজ কি মানুষকে বোকা বানানো? গতকাল শুনানিতে দেখলাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সিবিআই করেনি। আজকেও দেখলাম সাধারণ ভাবে যে প্রশ্ন করা উচিত ছিল, সিবিআই তা করেনি।" যে চার জন ব্যক্তি টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তাঁদেরও সিবিআই গ্রেফতার করেনি বলে স্মরণ করিয়ে দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পরে ওই চার জন নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

লাশ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

তিনি আশপাশের সাধারণ মানুষকে জড়ো করেন। খবর যায় ধর্মনগর থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে ওই ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

আশ্বাস রোগীদের

● প্রথম পাতার পর

করেন। বেন স্ট্রোকে তার স্বামীর শরীরের বাম অংশ সম্পর্ণ প্যারালাইজড হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই তার মাথায় তিনটি অপারেশন হয়েছে। স্বামীর চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে মনিকা দত্ত তার সমস্ত জমানো টাকা ব্যয় করে ফেলেছেন। বর্তমানে স্বামীর চিকিৎসার খরচ চালাতে তিনি খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার আর্জি জানান। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা এক্ষেত্রেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাছাড়াও আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আসা ব'নগরের সবুজ মিঞা, কৈলাসহরের লিটন দাস, রাণীরবাজারের রজত সিংহ, ধর্মনগরের অর্চনা রায়ের মতো অনেকেই পেয়েছেন চিকিৎসায় সহায়তার আশ্বাস। চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা করে দেওয়ার পাশাপাশি এদিন মুখ্যমন্ত্রী জমি সহ আইনি সংক্রান্ত বিষয় নিপত্তিরও ব্যবস্থা করে দেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিষ বসু, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী এবং ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ এস দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

পড়ুয়াদের

● প্রথম পাতার পর

তাদের দাবী গুলির বিষয়ে অবগত করেন। অধিকর্তা তাদের আশ্বাস দেন অক্টোবর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাদের বকেয়া স্কলারশিপের টাকা প্রদান করার বিষয়ে। অবিলম্বে সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানান তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবছর এভাবে অভিযোগ তুলছে দপ্তরে অধীনে কোর্স করা ছাত্রছাত্রীরা। এখন দেখার বিষয় দপ্তর ইতিবাচক কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে কিনা।

ক্রীড়াঙ্গন

জুয়েলসকে ন্যূনতম গোলে হারিয়ে বীরেন্দ্র জয়ে ফিরলেও অবনমনের শঙ্কা কাটেনি

বীরেন্দ্র ক্লাব: ১(বিকন) জুয়েলস এসোসিয়েশন: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব। হারিয়েছে জুয়েলস এসোসিয়েশনকে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে বীরেন্দ্র ক্লাব আরও ৩ পয়েন্ট পেয়ে ৭ ম্যাচের শেষে মোট ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে অবনমন থেকে নিজেরা আদৌ রেহাই পাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা বীরেন্দ্র ক্লাবের আর একটি ম্যাচ রয়েছে, সেটি রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে। মাঠে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারানোর মতো অঘটন ঘটলে হয়তো বীরেন্দ্র ক্লাব অবনমনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। অন্যথায় নয়। এদিকে অবনমনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আরও দুটি ক্লাব ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এবং টাউন ক্লাব শিবিরে কিছুটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। কেননা ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের আরও দুটো ম্যাচ রয়েছে যথাক্রমে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার এবং এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। টাউন ক্লাবেরও আরও দুটো ম্যাচ রয়েছে যথাক্রমে ফরওয়ার্ড ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে। প্রথম সারির দল হিসেবে এই দল গুলোর বিরুদ্ধে টাউন ক্লাব, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন কতটুকু লড়াই করতে পারে, তাই এখন দেখার বিষয়। এই পর্যন্ত লীগ তালিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বীরেন্দ্র ক্লাবকেই অবনমনের তালিকায় প্রথম সারিতে রাখতে হচ্ছে। আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের ২৮ তম ম্যাচে আজ, বীরেন্দ্র ক্লাব ন্যূনতম গোলে জুয়েলস কে পরাজিত করে ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। খেলা শুরুতে তিন মিনিটের মাথায় বীরেন্দ্র ক্লাবের বিকন চাকমার গোলে দল এক-শূন্যতে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ে জুয়েলসের ছেলেরা গোলটি শোধ করার লক্ষ্যে একাধিকবার প্রয়াস নিলেও কার্যত পেড়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে বীরেন্দ্র ক্লাবও রক্ষণভাগে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলে প্রথমার্ধের পরবর্তী সময়ের পাশাপাশি দ্বিতীয়ার্ধেও নিজেদের শিবির সুরক্ষিত রেখে দেয়। খেলার দুই অর্ধে দু''দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করা হয়।

তবে দ্বিতীয় গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্র ক্লাব ন্যূনতম গোলে ফের জয়ের মুখ দেখল।

ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, অসীম বৈদ্য, তপন কুমার দেবনাথ ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: রামকৃষ্ণ ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘ, বিকেল তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৬	৪	২	০	১৫-৪	১৪
রামকৃষ্ণ	৬	৩	২	১	১২-৬	১১
এগিয়ে চলো	৫	৩	২	০	৯-২	১১
লালবাহাদুর	৫	৩	১	১	১৩-৪	১০
ত্রিবেণী সংঘ	৮	২	২	৪	৭-১২	৮
জুয়েলস	৭	২	১	৪	১৩-১৪	৭
টাউন ক্লাব	৬	২	০	৪	৮-১২	৬
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৭	২	০	৫	৬-২২	৬

ফের লীগের ভাইটাল ম্যাচে আজ এগিয়ে চলো - রামকৃষ্ণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। লিগের আরও একটি বড় ম্যাচ আগামীকাল। তাতে মুখোমুখি হবে আসরের দুই শক্তিশালী দল এগিয়ে চলো সঙ্ঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বিকেল ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। আপাতত ৬ ম্যাচ খেলে রামকৃষ্ণ ক্লাবের পয়েন্ট ১১ এবং ১ ম্যাচ কম খেলে এগিয়ে চলো সঙ্ঘেরও পয়েন্ট ১১। ম্যাচটিকে বদলার ম্যাচ হিসাবে নিচ্ছে রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলাররা। শিল্ডের ফাইনালে দুরন্ত লড়াই করলেও এগিয়ে চলোর বিরুদ্ধে নূণ্যতম গোলে হারতে হয়েছিলো রামকৃষ্ণকে। ওই পরাজয়ের বদলা নিতেই আজ মাঠে নামবে কৌশিক রায়ের ছেলেরা। মুখে কিছু না বললেও কৌশিক রায়ের ছেলেদের শারীরিক ভাষা তাই বলছে। দুদলেরই সুপার ফোর কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেছে। ফলে কোনও দলই তেমন ঝুকি নিতে নারাজ। দুদলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। এগিয়ে চলো কিছুটা এগিয়ে থেকে মাঠে নামলেও কড়া চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলাররা। এদিন সকালে অনুশীলন শেষে এগিয়ে চলোর কোচ কর্ণেন্দু দেববর্মা বলেন, 'জয় ছাড়া আমরা কিছুই ভাবছি না। পুরো পয়েন্টের লক্ষ্য নিয়েই ছেলেরা মাঠে নামবে'। বদলার ম্যাচ তীআ মানতে নারাজ রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ কৌশিক রায়। বলেন, 'সুপার ভালো জায়গায় থাকতে হলে আমাদের এই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট দরকার। তা মাথায় রেখেই ছেলেরা মাঠে নামবে'।

কলকাতায় অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। কলকাতা গেলো রাজ্যের ৮ খুদে দাবাড়ু। জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবায় অংশ নিতে। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২১-২৫ সেপ্টেম্বর হবে আসর। ওই আসরে অংশ নিতে কলকাতা গেলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির ৪ দাবাড়ু সহ মোট ৮ জন। দাবাড়ুরা হলো কানিষ্ক চৌধুরি, অয়নজিৎ নাগ, অবান্তিকা চক্রবর্তী, দিবাঙ্গী শীল, রোহিল সাহা, দেবরাজ ভট্টাচার্য, শুভায়ন দাস এবং ঐশানি ভৌমিক। আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী প্রতিটি দাবাড়ুই। তা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানায় সবাই। এবারই প্রথম ওই আসরে অংশ নিচ্ছে রাজ্যের ৮ দাবাড়ু।

অলিম্পিকের লক্ষ্যে জাতীয় শিবিরে ডাক পেল ত্রিপুরার ইন্দ্রানী, তানিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। খুশীর খবর সারা উদয়পুর জুড়ে। অবশ্যই এর প্রভাব পড়েছে সমগ্র ত্রিপুরাতেও। গোমতী জেলার উদয়পুরস্থিত বিবেকানন্দ জুডো কেন্দ্র থেকে ইন্দ্রাণী দাস এবং তানিয়া দাস টার্গেট অলিম্পিক পডিয়ামের অধীনে ভোপালের ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। লক্ষ্য একটাই, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রীড়াযজ্ঞ অলিম্পিকের পোডিয়ামে নিজেকে উন্নীত করা। উদয়পুরের ইন্দ্রানী দাস এবং তানিয়া দাসের সামনে এখন শুধু একটাই লক্ষ্য। দুজনেই ভগিনী নিবেদিতা গার্লস দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের ছাত্রী।

উদয়পুর সেন্ট্রাল রোডের ইন্দ্রানীর বাসভবন। ছনবনের বাসিন্দা তানিয়া দাস। মূলতঃ তাদের গত বছরের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়েছে এই ন্যাশনাল সেন্টারের জন্য।

ক্রীড়া মোদী মহল প্রত্যেকেই আশা করছেন, রাজ্যের এই দুই জন জুডোকা উদয়পুরের পাশাপাশি ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করবে এবং ভারতের পরবর্তী ক্রীড়া তারকা হিসেবে নিজেদের স্থান উঁচুতে তুলতে পারবে। উল্লেখ্য, উদয়পুরস্থিত বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারের কোচ, কর্মকর্তা, এমনকি সংশ্লিষ্ট সকলেই ইন্দ্রানী ও তানিয়ার সাফল্যের লক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

SHORT NOTICE FOR INVITING QUOTATIONS

Sealed quotations are invited from registered firms/shop to supply of the following Computer peripherals for the office of the undersigned.

Sl. No.	Name of the items	Quantity Required
1	Desktop Computer, Intel Core I 5-12400 Processor, 8 GB RAM, 1 TB Hard Disk, 21.5" LED monitor, USB wired Key Board & Mouse, Microsoft windows 10 original, 03 (three) years onsite warranty.	02 Nos.
2	Desktop Computer, Intel Core I 3-10100 Processor, 4 GB RAM, 1 TB Hard Disk, 19.5" LED monitor, USB wired Key Board & Mouse, Microsoft windows 11 original, 03 (three) years onsite warranty.	01 No.
3	1KVA LI UPS	01 No.

For detail https://sepahijala.nic.in/notice/short-notice-inviting-quotation-for-2-nos-desktop-sets-under-o-o-the-dm-collector-sepahijala/ may be visited.

Competent Authority,
(ADM & Collector)
Sepahijala District, Bishramganj

ICA/C-2348/23

ত্রিপুরা সরকার
অফিস অব দি সুপারিনটেনডেন্ট্ অব পুলিশ (ট্রাফিক)
ত্রিপুরা, আগরতলা ।

150 1873 2023 YEARS OF TRIPURA POLICE

দুর্গাপূজায় প্রয়োজনীয় ভেহিকেল পাস সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মত এবারও অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা এবং নানাহ পেশার সাথে যুক্ত অফিস, সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষের গাড়ি কিংবা দ্বি-চক্র যানের জন্য পূজার দিনগুলিতে **প্রয়োজনের নিরীখে** আগরতলা শহরের ভিতরে চলাচলের জন্য অল্প কিছু সংখ্যক অনুমতিপত্র **(Vehicle Pass)** দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । গত বছরের ন্যায় এই বছরে ও শহরের ভিতরে বড় পূজোগুলি এবং সংলগ্ন স্থান ব্যতীত শহরের প্রধান রাস্তা গুলিতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজস্ব যান চলাচলে কোন বিধি নিষেধ থাকবে না । বড় পূজো প্যান্ডেল এবং তৎসংলগ্ন স্থান সম্পূর্ন যান বাহন চলাচল মুক্ত থাকবে । সুতরাং Pass এর জন্য আবেদন করার পূর্বে Pass এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করবেন । এই ধরনের অনুমতি পত্রের জন্য প্রত্যাশী অফিস, সংগঠন কিংবা ব্যক্তিগনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে নির্দিষ্ট আবেদন পত্র **www.trafficpolice.tripura.gov.in/www.tripurapolice.gov.in** হতে সংগ্রহ করে আগামী ২৫-০৯-২০২৩, ২৬-০৯-২০২৩, ২৭-০৯-২০২৩, ২৯-০৯-২০২৩ এবং ৩০-০৯-২০২৩ ইং পর্যন্ত অরুন্ধতিনগর স্থিত ট্রাফিক ভবনে অফিস চলাকালীন সময়ে অথাৎ (সকাল ১০.৩০ থেকে বিকাল ৫ টা পযর্ন্ত) জমা দেওয়ার জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে। সরকারি ভাড়া গাড়ি কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যান সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট করা আবেদন পত্রে প্রতিটি যানের জন্য পৃথক পৃথকভাবে আবেদন করতে হবে **(one application for one vehicle)** এবং আবেদন পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যানের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট **(Registration Certificate),** ইন্সুরেন্স্ সার্টিফিকেট **(Insurance Certificate),** দূষণ নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট **(Pollution Control Certificate)** এবং চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সের **(Driving License)** প্রতিলিপি ও যান মালিকের সন্মতি পত্র (যদি চালক নিজে মালিক না হোন) ইত্যাদি সহ **Vehicle Pass** পাওয়ার **যৌক্তিকতা** সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে যাহা পরবর্তী কালে ট্রাফিক দপ্তর বিবেচনা করে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অনুমতি পত্র দান করবে । প্রকাশ থাকে যে, অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা, সরকারী দপ্তর এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যুক্ত সাংবাদিকগনের নির্দিষ্ট পরিচয় পত্রের নকল এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের উপযুক্ত আধিকারিকের **(Head of the Office or Above) /** সম্পাদকের স্বাক্ষর ও সীলমোহর যুক্ত আবেদন পত্রই কেবলমাত্র গৃহিত হবে । এখাঁনে উল্লেখ থাকে যে, যেসব যান চালকের/মালিকের নামে কোন e-challan বকেয়া রয়েছে তাদের Pass এর আবেদন গ্রাহ্য করা হবে না । দয়া করে www.echallan.parivahan.gov.in এই website থেকে আপনারা e-challan বকেয়া দেখে নিন । বাছাইয়ের পর বিবেচিত অনুমতি পত্র গুলি ১৬-১০-২০২৩ ইং থেকে ১৮-১০-২০২৩ ইংরেজি তারিখ পযর্ন্ত সরকারী অফিস চলাকালীন সময়ে অরুন্ধতিনগর স্থিত ট্রাফিক অফিস হতে বিতরন করা হইবে ।

'বহুজন হিতায়'

সুপারিনটেনডেন্ট্ অব পুলিশ (ট্রাফিক)
ত্রিপুরা, আগরতলা ।

ICA/D-1016/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বুধবার গণেশ চতুর্থীর দ্বিতীয় দিনে সিদ্ধিবিনায়কের আরাধনায় প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে মোটা অংকের ফি দিতে হিমশিম খাচ্ছে অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের নাম দিয়ে গ্রামের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতার যেন পকেট কাটছে বর্তমান রাজ্য সরকার। গোটা রাজ্যে মোট ১০০টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের মধ্যে একটি হচ্ছে বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়। যেই বিদ্যালয়টিতে গ্রামের গরিব অংশের ছেলেমেয়েরা পঠন-পাঠন করে থাকে। কিন্তু সেই বিদ্যালয়টিকে সরকার বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন ঘোষনা করায়, শুধুমাত্র বিদ্যালয়টিতে আর্থিক ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়েছে। অন্যথায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা পদ্ধতিগত ইত্যাদির কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিদ্যালয়টি বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন হওয়ায় এলাকার গরিব অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের কপালে যেন চিন্তার ভাজ পড়েছে। কেননা, তাদের ছেলে- মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে মোটা অংকের ভর্তি ফি থেকে শুরু করে, পরীক্ষার ফি, ফর্ম পূরনের নামে ফি সহ, যেন গ্রামের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতার পকেট কাটা শুরু করেছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। ফলে বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনায় এতো ব্যয়বহুল হওয়ায় এলাকার অনেক অভিভাবক হতাশায় ভুগছেন। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের ফলে নিজের সন্তানদের পড়াশুনা চালাতে হিমশিম খাওয়া অভিভাবকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বক্সনগর পুরানবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মাহাবুল হোসেন (খোকন), বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মধু বনিক, বাজারের ব্যবসায়ী সজল দেবনাথ, মোল্লামুড়ার বাসিন্দা আব্দুল হাসেম, জিনিস পুকুর এলাকার বাসিন্দা মাহাবুল হোসেন সহ আরও অনেকে। যারা সরকারের এই প্রকল্পের নামে বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের পেছনে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বহুলাংশ ব্যায়ভারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সাংবাদিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। পাশাপাশি উল্লেখিত অভিভাবকদের মধ্যে থেকে জনৈক অভিভাবক, বিদ্যালয়ে পড়াশুনায় আর্থিক চাপের কারনে তার দ্বাদশে পাঠরত কন্যার পড়াশুনা বন্ধ করে দেবেন বলেও সাংবাদিককে জানিয়েছেন। অভিভাবকরা সাংবাদিকদের একান্ত সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন আলোচনার মূলে ছিল, গ্রামের এই বিদ্যালয়ে পূর্বে যেখানে নামমাত্র পয়সা খরচে পঠন-পাঠন করানো সম্ভব হয়েছে, বর্তমানে বিদ্যাজ্যোতির নাম দিয়ে তাদেরকে অনেকটাই দিশাহীন করে দিচ্ছে। নিজের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার টাকা জোগাড় করতে অনেকটাই হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। যদিও উক্ত অভিভাবকদের একাংশের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথেও এমন আর্থিক ব্যয়ভারের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু তাতেও কোনো উপায় খুঁজে পাননি অভিভাবকরা।

অপরদিকে এলাকার জনৈক অভিভাবক জানান, যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকতো তাহলে হয়তো তারা তাদের ছেলে মেয়েদের শহরের কোনো এক বনেদি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করাতো। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য নেই বলেই তারা বক্সনগরে পড়াচ্ছেন। এছাড়া বক্সনগর হচ্ছে গ্রামীণ এলাকা। এখানে দ্বাদশ মানের পাশাপাশি, বিজ্ঞান বিভাগ, বানিজ্য বিভাগ ইত্যাদি বিভাগ গুলো নিয়ে শুধুমাত্র এই একটি বিদ্যালয়ই রয়েছে। যার ফলে অনিচ্ছা বা অর্থের ব্যায়ভার বহন করতে না পারা সত্বেও এক প্রকার বাধ্য হয়ে এই বিদ্যালয়টিতেই ভর্তি করাতে হচ্ছে তাদের সন্তানদের। তবে সেক্ষেত্রে একই পরিবারের দুই বা তার বেশী ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনায় অভিভাবকদের দুর্দশার কথা যেন বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সব মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে আর্থিক ব্যায়ভারের বিষয়টি নিয়ে সরকারের বিকল্প চিন্তা ভাবনার দাবি রাখেন বক্সনগর এলাকার অভিভাবক মহল।

শঙ্খনাদ কর্মসূচিকে সামনে রেখে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। বুধবার উত্তর জেলা বিজেপি কার্যালয়ের শঙ্খনাদ কর্মসূচিকে সামনে রেখে একদিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় মূলত আইটি সেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন স্তরের কার্য কর্তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কি করে কার্য পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে তা নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত করেছে। ইতিমধ্যে ২০২৪ এ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানাতে সারা ভারতের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মন্ডল ,জেলা এবং বুথের আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যকর্তাদের নিয়ে কর্মশালা চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে উত্তর জেলায় এই কর্মশালা। এ কর্মশালায় এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি আইটি সেলের ইনচার্জ চন্দন দেবনাথ, প্রদেশ সোশ্যাল মিডিয়ার ইনচার্জ অরিন্দম দেব, উত্তর জেলা বিজেপি দলের সহ-সভাপতি জহর চক্রবর্তী সহ জেলা মণ্ডল এবং বিভিন্ন বুথের আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীরা।

বিশালগড় মন্ডল আয়োজিত গণপতি উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ সেপ্টেম্বর।। সোমবার সন্ধ্যায় গনপতি বাপ্পার পুজো মন্ডপের উদ্বোধন করেন মন্ডলের ষাট জন বুথ সভাপতি। মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। মঙ্গল প্রদীপে গণেশ বন্দনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গণেশ বন্দনায় ব্রতী হয়েছে বিশালগড় মন্ডল কমিটি। এবারে গণপতি উৎসব হচ্ছে ঝাঁক জমক ভাবে। বিশালগড়ে বিধায়ক পেয়েছে বিজেপি। তাই এবার বাড়তি উৎসাহ উন্মাদনা। বিধায়ক সুশান্ত দেবের অনুপ্রেরণায় মন্ডলের সকল কার্যকর্তা গণপতি উৎসব আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে পালন করছে।এদিন মন্ডলের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বস্ত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা। সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিহিত রয়েছে। কৃষ্টি সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে ভারত। নাস্তিকতা নয় আস্তিকতা হলো আমাদের সংস্কৃতি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিচ্ছে বিশালগড় কে। এখানে বিপুল জনসমাগম দেখে খুব ভালো লাগছে। বিশালগড় সহ সকল রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, নলছড়ের বিধায়ক কিশোর বর্মন সহ অনেকে। এদিন রাতে অনুষ্ঠিত হয় জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভারতবর্ষের ১০ টি রাজ্যের শিল্পীরা নিজ রাজ্যের সংস্কৃতি তুলে ধরেন।বুধবার রাত আটটায় গনপতি পুজা কমিটির মন্ডপে উপস্থিত হন রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য এবং সিপাহীজলা জেলা (উত্তর) সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে বরন করে নেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। বুধবার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশালগড়বাসিদের মন মাতিয়ে তুলে কলকাতা থেকে আগত শিল্পীদের গানে।

ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স-র উদ্যোগে বিজ্ঞান নাটক ও প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স-র উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় মঙ্গলবার ধর্মনগর বিবেকানন্দ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান নাটক ও প্রতিযোগিতা। এইদিন বেলা এগারোটায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন উত্তর জেলা শিক্ষা আধিকারিক সনত কুমার নাথ।সাথে ছিলেন দপ্তরের ওএসডি সমীর নাথ সহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগন। উত্তর জেলা থেকে মোট চৌদ্দটি বিদ্যালয় বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চলে এই প্রতিযোগিতা। এতে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরের বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের যোগ্যতা অর্জন করে ধর্মনগরের গোল্ডেন ভ্যালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ পান্ডুলিপি ও শ্রেষ্ঠ নির্দেশকের শিরোপা অর্জন করেন স্বরূপ ঘোষ সান এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার শিরোপা অর্জন করেন গোল্ডেন ভ্যালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র বেদান্ত ভট্টাচার্য।এবার আগামী নভেম্বর মাসে রাজ্য স্তরের বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতায় উত্তর জেলার প্রতিনিধিত্ব করবে গোল্ডেন ভ্যালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল।

তেলিয়ামুড়া ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে পর্যালোচনা সভা

তেলিয়ামুড়া।। তেলিয়ামুড়া ব্লকে গতকাল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন। সভায় তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ করে ব্লককে শ্রেষ্ঠ ব্লক হিসেবে গঠন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া সভায় জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরকে ব্লক অফিসের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিএসি'র চেয়ারম্যান ভানলাল রাঙ্খল, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও সদস্যাগণ সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ভিলেজের প্রধান, উপপ্রধান, চেয়ারম্যানগণ, জেলাশাসক কার্যালয়ের ডিসিএম বিপুল দাস, ব্লক আধিকারিক দেবপ্রিয়া দাস এবং অতিরিক্ত ব্লক আধিকারিক হরিপদ সরকার।

জেলাভিত্তিক শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস অফিসটিলা দ্বাদশ বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ সেপ্টেম্বর।। ৩১ তম জেলাভিত্তিক শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের শিশু বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশনের প্রতিযোগিতা বুধবার অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক, তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্টেট কোর্ডিনেটর, ত্রিপুরা সায়েন্স ফোরামের পান্না চক্রবর্তী, বিচারকের আসন অলংকৃত করেন মনিদীপা গন চৌধুরী ,ও এস ডি ,এস সি ই আর টি ডক্টর শর্মিষ্ঠা বনিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আই এ এস ই, বিজ্ঞান শিক্ষক রাজিব পোদ্দার। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১০ টি স্কুল থেকে ১৪ টি প্রজেক্ট উপস্থাপিত হয়। প্রতিটি প্রজেক্টে দুজন করে শিশু বিজ্ঞানী কাজ করে। সাতটি প্রজেক্টে ১৪ জন বালিকা এবং বাকি সাতটি প্রজেক্টে ১৪ জন বালক অংশগ্রহণ করে। জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতার পরে রাজ্যভিত্তিক এবং পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিযোগিতায় এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করবে। যে সমস্ত প্রতিযোগী সিপাহীজলা জেলা থেকে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় অঙ্কিতা চক্রবর্তী ও অপরূপা দাস, এবং আনন্দমার্গ স্কুল থেকে প্রতীক আহমেদ, নয়ন সাহা।তারা সকলেই জুনিয়র গ্রুপ থেকে নির্বাচিত। যারা সিনিয়র গ্রুপ থেকে নির্বাচিত হয়েছে দীপ সাহা, জয় দাস, চাম্পামুরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। তন্ময় দেবনাথ ,পুণ্য শিলা দেবনাথ ,আনন্দমার্গ স্কুল, বিশালগড় থেকে। অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে রুপজিৎ সাহা ,রাজদীপ দেব। সোনামুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে তৃষ্ণা ভাওয়াল, ইরফান হাকিম।নির্বাচিত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী সাত এবং আট অক্টোবর রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

ডেঙ্গির থাবায় মৃত্যু সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কলকাতার উপকণ্ঠে আবার ডেঙ্গির বলি এক জন। বুধবার দমদমে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। ভিআইপি রোডের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাকে। বুধবার সকালে সেখানেই কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে।হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃতের নাম সংযুক্তা পাল (১২)। সে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। গত কয়েক দিন ধরেই সে জ্বরে ভুগছিল বলে জানিয়েছে হাসপাতাল। তবে অন্যত্র তার চিকিৎসা চলছিল। সম্প্রতি ডেঙ্গির পরীক্ষা করানো হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে।ভিআইপি রোডের ধারের হাসপাতালটি জানিয়েছে, বুধবার ভোররাতে সেখানে কিশোরীকে নিয়ে আসা হয়। তখনই তার শারীরিক পরিস্থিতি ছিল অতি সঙ্কটজনক। ভর্তির পরেই জরুরি ভিত্তিতে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয় কিশোরীকে। পরে সকালের দিকে তার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল কিশোরী।

ব্যবসায়ী খুনের প্রতিবাদে মৌন মিছিল ও ডেপুটেশন মেলাঘরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ সেপ্টেম্বর।। মেলাঘরে ব্যবসায়ী খুনের প্রতিবাদ ও নেশার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে মেলাঘর বাজার ব্যবসায়ীরা থানা ঘেরাও এবং ডেপুটেশন প্রদান করে বুধবার। এদিন বাজার বন্ধ রেখে নেশার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এদিন মেলাঘর বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দেবনাথ এর নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে এবং নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এক মৌন মিছিল এবং থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয় মেলাঘর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে। বুধবার বাজার ব্যবসায়ীরা মেলাঘর বাজার থেকে এক মৌল মিছিল সংঘটিত করে মেলাঘর থানার সামনে এসে জড়ো হয়। সেখান থেকে সমিতির বিশেষ সদস্যরা পাঁচ দফা দাবিতে মেলাঘর থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ডেপুটেশনে উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে মেলাঘর বাজারের বিভিন্ন চৌমুহনি বা দোকানগুলোতে নেশা সামগ্রী বিক্রি বন্ধ করা, নেশা কারবারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, বাজার এলাকাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রমুখ। প্রসঙ্গত, গত রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ দোকানেই খুন হয় মেলাঘর বাজারের ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দেবনাথ। তাই এ ধরনের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়টিও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশীমোহন দেববর্মার নিকট তুলে ধরেছেন মেলাঘর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। পুলিশ আধিকারিক আশ্বস্ত করেছেন বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বের সাথে দেখা হবে এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।

টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে ধর্মনগর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ সেপ্টেম্বর।। বুধবার সকালে ধর্মনগরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তর ঘেরাও করল রাগনা সাকাইবাড়ি এবং ভাগ্যপুরের গ্রামবাসীরা। সকাল দশটায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে তিনটি গ্রামের গ্রামবাসীরা। তারা জানায় উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীক ডক্টর অরুণাভ চক্রবর্তী এবং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিডিও ডক্টর রাহুল পুরকায়স্ত ইচ্ছে করে সরকারের বদনাম করছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে কোটি কোটি টাকা উত্তর জেলাকে দেওয়া হলেও সেই টাকা সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে না। মানুষের স্বার্থে এই টাকা ব্যয় না করে তা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যয় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে এদিন দপ্তর ঘেরাও করে রাখে গ্রামবাসীরা। তারা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং ভিডিওর কাছে জবাব চায় কেন সরকারকে বদনাম করার জন্য মানুষকে সঠিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে সরকারের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট করে দেওয়ার প্রকল্প চলছে। এদিকে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর অরুণাভ চক্রবর্তী বলেন সরকারের নির্দেশ মতো তিনি কাজ করে চলেছেন। সরকারের নির্দেশ মানুষের স্বার্থে বিবেচিত তাই তিনিও মানুষের স্বার্থেই কাজ করে চলেছেন। যারা ওনার এবং ভিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগের দাবি নিয়ে আজ ঘেরাও সংগঠিত করল তারা কেউ বা কারোর প্ররোচনা বুঝতে না পেরে এই কাজ সংগঠিত করেছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে এবং তা কারোর ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যয় করা হচ্ছে না বলে দাবি করেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। ঘটনায় রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে উঠে দপ্তর। যদিও পরবর্তীকালে ঘেরাও মুক্ত হয় দপ্তর।

দেওয়ালি মেলা ঘিরে প্রস্তুতি সভা

উদয়পুর।। উদয়পুরের মাতাবাড়িতে ৩ দিনব্যাপী দেওয়ালি মেলা ও উৎসব উপলক্ষে আজ গোমতী জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা গোভেকার ময়ূর রতিলাল। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী ১২-১৪ নভেম্বর ৩ দিনব্যাপী এই মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে চেয়ারম্যান করে একটি কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়াও সভায় উপদেষ্টা কমিটি ও ১৩টি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ।

নিগমের কাছে বৃদ্ধার আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ সেপ্টেম্বর।। নিত্যদিন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এলাকাবাসী। কোনো ভূমিকা পালন করছে না কর্পোরেটর। এমন অভিযোগ এলাকাবাসীর। ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, ৪১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত মধ্য প্রতাপগড় সুরেন্দ্র পল্লীর ১০ নং বুথ এলাকায়। এই এলাকার বাসিন্দা দীপালি সূত্রধর। দীর্ঘ দিন ধরে বৃষ্টির পর রাস্তার ড্রেইনের জল বাড়িতে ঢুকছে। জল মগ্ন হয়ে পড়ে মহিলার বাড়ি। জল বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই। ড্রেইনের অস্তিত্বও নেই বলে অভিযোগ। যে কারনে দীর্ঘ ১০বছর ধরে এই সমস্যায় ভুগছেন দীপালি সূত্রধর। বাড়ি মাটি ফেলে উঁচু করার আর্থিক সামর্থ নেই তার। কর্পোরেটার সহ উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি নিলেও কোন এক অজ্ঞাত কারনে তার এই সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।এমনকি আরো জানা যায়, দীপালি সুত্রধরের নেই বৃদ্ধ ভাতা। নেই বিধবা ভাতা। সরকারি আবাস যোজনার ঘর থেকেও বঞ্চিত। বৃদ্ধার দাবি তার জল সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ নিক পুর নিগম। কারণ এ বিষয়টি নিয়ে তিনি বহুবার এলাকার জনপ্রতিনিধিদের দুয়ারে দুয়ারে গেছেন। কিন্তু সমস্যা নিরসনের কোন নাম নেই। তাই তিনি মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষন করে সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। কারণ এই সমস্যায় পড়ে তিনি রীতিমতো ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছেন। তাই দিশেহারা এই মহিলা মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এখন দেখায় বিষয় মহিলার সমস্যা সমাধানের জন্য নিগম নড়ে চড়ে বসে কিনা।

বুধবার দশমীঘাট এলাকায় স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।